810
1165
CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG
Acc. No: D-1263
Date: 13-04-12

Faculty of Shariah

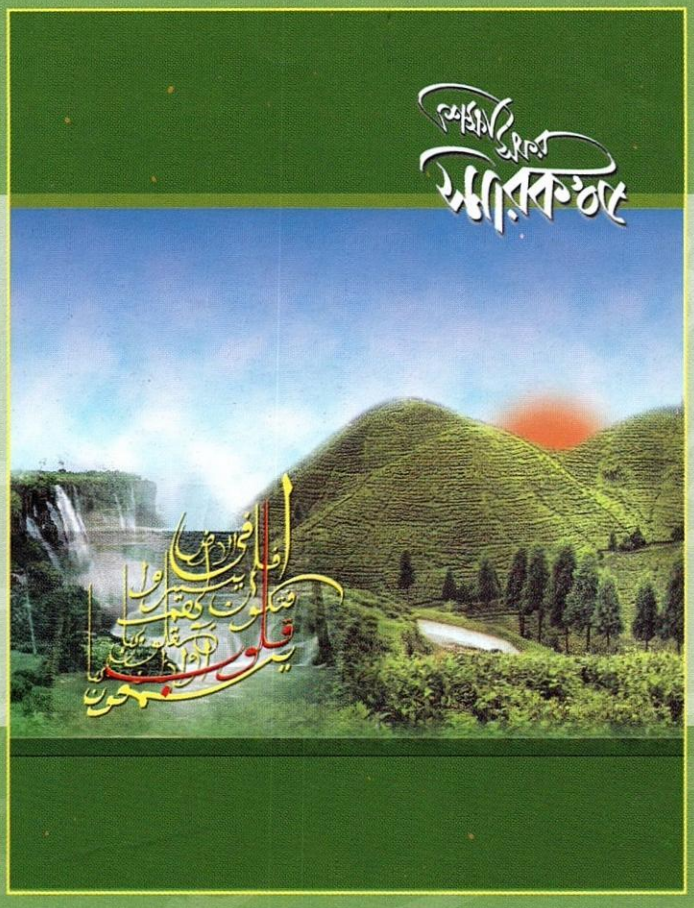

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

International Islamic University Chittagong

শিক্ষার্থী ফোরাম স্মারকগ্রন্থ

পৃষ্ঠপোষক
ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ
বিভাগীয় প্রধান-QSIS

সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী হোসাইন
প্রভাষক-QSIS বিভাগ

সহযোগিতায়
মোহাম্মদ আবুল কালাম
এ.এস.এম.সিরাজুল ইসলাম
মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ মুঈন
রাজু আহমদ
নোমান হাসান
ফিরদাউস আহমদ
ফোরকান
দেলোয়ার
নাজির আহমদ

স্মারকগ্রন্থ
শরীয়াহ্ অনুষদ, আই.আই.ইউ. সি
প্রকাশকাল
জুলাই '০৫

Visualization
Zahirul Hoque
Cover Design
Rony
Illustration
Hannan, Zahir
C.G. Design
Tauhid, Rony, Momin
Logistic Support
Momin, Anwar
Idea Share
Hannan, Anwar
Production
digital color wave, ctg.
843479, Mob: 0188165688, 0189904202

প্রফেসর ড. এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম
ভাইস-চ্যান্সেলর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বাণী

সম্প্রতি সিলেটে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শরী'য়াহ্ অনুষদের পক্ষ থেকে "শিক্ষা সফর স্মারক" প্রকাশের সিদ্ধান্তকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমনের যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া সিলেবাসের নির্ধারিত লিখাপড়ার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার নিমিত্তে এ জাতীয় শিক্ষা সফরের যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে সেসব অভিজ্ঞতাকে স্থায়ী করতে অন্যের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য এ ধরনের স্মারক প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ স্মারকে আজকে যারা লিখা দিয়ে সাহিত্য অভিযানে অংশ নিল তাদের কেউ কেউ হয়ত আগামী দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকে পরিণত হবে। এমনিভাবে প্রতিটি স্মারকই প্রতিভা বিকাশে অবদান রাখে।

অধুনা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার নামে অপসংস্কৃতির যে ধরনের প্রসার ঘটছে তাতে দেশের সুধীজন সত্যিই বিচলিত। এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টী যে ব্যতিক্রমধর্মী স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে তা হবে একটি নতুন সংযোজন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি আন্তরিকভাবে এ প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

(প্রফেসর ড. এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম)
ভাইস-চ্যান্সেলর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

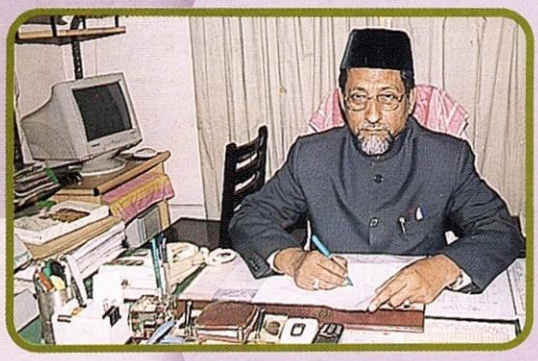

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক
প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বাণী

আমি এ কথা জেনে আনন্দবোধ করছি যে, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর পক্ষ থেকে সম্প্রতি সিলেটে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি "শিক্ষা সফর স্মারক" অচিরেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। শিক্ষা জীবনকে অধিকতর আনন্দময় ও গতিশীল করে তোলার জন্য এ শিক্ষা সফরের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তদ্রূপ এ ধরনের অভিজ্ঞতাকে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ সমানভাবে প্রশংসনীয়। কেননা একটি প্রকাশনা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের মননশীলতা চর্চার একটি উন্মুক্ত মঞ্চ। এ স্মারক অনেকের জন্য সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি আবার অনেকের জন্য সাহিত্যে নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমও বটে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় লাগামহীনতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত একটি অশুভ ধারার আত্মপ্রকাশের এ যুগে শরিয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর এ ম্যাগাজিন হোক সুস্থ, রুচিশীল, নৈতিকতাবোধ ও উন্নত সাহিত্যের আদর্শে উজ্জীবিত একটি নতুন ধারা সৃষ্টির সফল প্রয়াস।

এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এ প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

(প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক)
প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ বদিউল আলিম
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাষ্ট

শুভেচ্ছা বাণী

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর পক্ষ থেকে সম্প্রতি সিলেটে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি "শিক্ষা সফর স্মারক" অচিরেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সিলেবাস ভিত্তিক লেখাপড়ার পাশাপাশি এ ধরনের শিক্ষা সফরের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার এ ধরনের অভিজ্ঞতাকে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। সাহিত্য হল মানুষের সমাজ-জীবন ও রুচিবোধের লিখিত রূপায়ন। এতে একটি জাতির সামগ্রিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে, যার শিকড় থাকে অতীতের গভীরে আর শাখা প্রশাখা প্রসারিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আঙ্গিনায়। শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টী বরাবরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গঠনমূলক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। আমি ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে অত্র ফ্যাকাল্টীর শিক্ষক মণ্ডলী এবং ছাত্রদের এ উদ্যোগকে মুবারকবাদ জানাই।

(মুহাম্মদ বদিউল আলিম)
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাষ্ট

ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ
বিভাগীয় প্রধান
কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা বাণী

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শরীয়াহ্‌ অনুষদ কর্তৃক পরিচালিত তিনদিনের শিক্ষা সফরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি "শিক্ষা সফর স্মারক" বের করতে পেরে আমরা আনন্দিত। "শিক্ষা সফর স্মারক'০৫" প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'লার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গ ও ছাত্র-ছাত্রীদের যারা এ শিক্ষা সফরের সাথে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং যারা এ ক্ষুদ্র প্রকাশনা বের করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার এ সুন্দর বিদ্যাপীঠ আইআইইউসিকে আল্লাহ্‌ তা'লা কবুল করুন এ কামনাই করছি।

(ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ)
পরিচালক
সিলেট শিক্ষা সফর
শরীয়াহ্‌ অনুষদ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
বিভাগীয় প্রধান
দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

বাণী

শিক্ষা সফরের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে যেমনি প্রকৃতিকে জানা যায় তেমনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন হয়। তদুপরি নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য ও কর্মস্পৃহার সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোর'আনে ও এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে IIUC এর শরীয়াহ্ অনুষদ বিভিন্ন সময় শিক্ষা সফরের আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি নয়নাভিরাম চা বাগান বেষ্টিত ঐতিহাসিক সিলেটে শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ শিক্ষা সফরের স্মৃতি ও আনন্দঘন মুহূর্তগুলি স্মরণীয় করে রাখার জন্য শিক্ষা সফর স্মারক'০৫ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

যাঁরা এ স্মারক প্রকাশে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই ও এর সাফল্য কামনা করি।

এদেশের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ IIUC এর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

(ড. আব্দুল্লাহ ফারুক)
বিভাগীয় প্রধান
দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

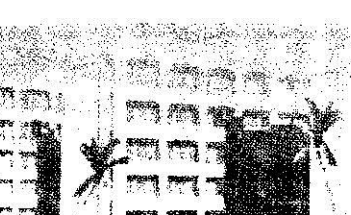

মোহাম্মদ আলী হোসাইন
প্রভাষক
কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সম্পাদকীয়

সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করছি আমাদের সে পরম প্রিয় প্রভুর দরবারে, যার করুণার অবারিত ধারায় সিক্ত আমাদের জীবন। যার শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত "আল ইসলাম" এর অফুরন্ত আলোয় আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব আলোকিত। যিনি ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন, আর কুফরী ও অবাধ্যতাকে করেছেন ঘৃণিত-অপ্রিয়।

একটি প্রকাশনা মানেই অনেকগুলো চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, বিশাল ক্লান্তিকর প্রান্তর মাড়িয়ে এমন এক মন্‌জিলে পৌঁছা যা একজন গর্ভধারিণী মায়ের দশমাসের সীমাহীন বেদনা সয়ে সন্তান প্রসবের মতই কষ্টসাধ্য। একটি ফুটফুটে সন্তানের প্রতিক্ষায় তো অনেকেই থাকে, কিন্তু কত রাত মা বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে তপ্ত অশ্রুর কত ফোঁটা ঝরে পড়েছে দুখিনি মায়ের আঁখি বেয়ে কে জানে তার খবর? এ স্মারক প্রকাশে আমরা যতটুকু করতে পারলাম তার সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর বিচ্যুতি যা কিছু রয়ে গেল তা সবই আমাদের।

২০০৪ সালের শেষের দিকে শরীয়া অনুষদের উদ্যোগে সিলেটে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরকে অধিকতর অর্থবহ ও স্থায়ী করে রাখার জন্য যখনই স্মারক প্রকাশের প্রস্তাব করলাম, অনুষদের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী একযোগে তাতে সম্মতি দিলেন। বিশেষ করে QSIS বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. গিয়াস উদ্দিন হাফিজ স্যারের সহযোগিতা এ কাজের গতিকে অব্যাহত রেখেছিল। জনাব গিয়াস উদ্দিন তালুকদার স্যারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আমরা বহুদূর এগিয়েছি। ছাত্রদের মধ্যে যাদের সহযোগিতা না হলে এ কাজ হতোইনা বলা যায়, তারা হলেন প্রিয় ভাই আবুল কালাম ও আবু সাদাত। এছাড়া বন্ধুবর মাওলানা ওয়ালি উল্লাহ মুঈন এবং জনাব রাজু আহমদ সাহেব বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অন্যান্যভাবে যে সকল ছাত্র একাজে আমাকে সাহায্য করেছে এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান এ স্মারক প্রকাশে অংশগ্রহণ করেছে তাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন

(মোহাম্মদ আলী হোসাইন)
সম্পাদক
শিক্ষা সফর স্মারক ২০০৫
কো-অর্ডিনেটর, সিলেট শিক্ষাসফর

সূচি

প্রবন্ধ ও স্মৃতি গল্প

কোর'আনের মতই এ মহাবিশ্ব উন্মুক্ত এক কিতাব	মোহাম্মদ আলী হোসাইন
কিছু স্মৃতি কিছু কথা	মোহাম্মদ রশীদ জাহেদ
প্রকৃতি উপভোগ	মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন
অনুভূতির দর্পণে সিলেট সফর	মোহম্মদ আবুল কালাম
স্মৃতিতে শিক্ষা সফর সিলেট	এ, এস, এম, সিরাজুল ইসলাম
সিলেট সফর: একটি স্মরণীয় মিলন মেলা	নাজমুল হুদা সোহেল
أريج من تاريخ الفاتحين المسلمين	الشيخ/ أحمد فوزى إبراهيم
نداء تناديني بالبشرى	محمد عمران الحق
انطباعات سيدة مصرية	السيدة / مايسة العزب مطر

কবিতা ও কৌতুক

সিলেটের বুকে	মাছুমা আক্তার
শিক্ষা সফরে আমার অনুভূতি	মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন খন্দকার
দরজা	মোহাম্মদ তোফায়েল সাদেক
বাংলা ভাষা	মোহাম্মদ মাছুম বিন রাশীদ জাহেদ
কৌতুক-১	সাইফুল ইসলাম
কৌতুক-২	আবুল কাশেম

প্রবন্ধ ও স্মৃতিগল্প

কোর'আনের মতই এ মহাবিশ্ব উন্মুক্ত এক কিতাব	মোহাম্মদ আলী হোসাইন
কিছু স্মৃতি কিছু কথা	মোহাম্মদ রশীদ জাহেদ
প্রকৃতি উপভোগ	মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন
অনুভূতির দর্পণে সিলেট সফর	মোহাম্মদ আবুল কালাম
স্মৃতিতে শিক্ষা সফর সিলেট	এ. এস. এম. সিরাজুল ইসলাম
সিলেট সফর: একটি স্মরণীয় মিলন মেলা	নাজমুল হুদা সোহেল
أريج من تاريخ الفاتحين المسلمين	الشيخ/ أحمد فوزى إبراهيم
نداء تناديني بالبشرى	محمد عمران الحق
انطباعات سيدة مصرية	السيدة/ مايسة الحرب مطر

মোহাম্মদ আলী হোসাইন *

আলো থেকে অন্ধকার বিচ্ছুরিত হয় না। তার প্রতিটি শাখাতেই থাকে দীপ্তিমান আলো। সময় ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে বিবর্তনের অগণিত মন্‌জিল পেরিয়েও তা আলোই থেকে যায় যদি না মূল উৎস থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানময় এ পৃথিবীর হাজারো বিস্ময়কর আবিষ্কার আমাদের সামনে যে আলোর দিগন্ত উপস্থাপিত করে, পবিত্র কোর'আন মজিদে আমরা বহু শতাব্দী আগেই তার ঝিলিক চমকে উঠতে দেখি। পূর্ণ সামঞ্জস্যতায় উদ্ভাসিত এ দু'টি যেন একে অপরের সত্যায়নকারী-বিশ্লেষণ। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উভয়ের উৎসস্থল একই, আর তিনি হলেন আমাদের পরমপ্রিয় প্রভু আল্লাহ তায়ালা।

বিশ শতকের বিশ্বখ্যাত মুফাস্‌সীরে কোর'আন সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রাহঃ) এ দু'য়ের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর অনুসন্ধানী কোর'আন মানসে মহাগ্রন্থ আল কোর'আনের মতই অগণিত রহস্য ভরা এ মহাজগত ধরা দিয়েছে এক চির উন্মেলিত কিতাব হিসেবে যার পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে যুগে যুগে শত সহস্র পুস্তক লিখেছেন জগৎবিজ্ঞানীগণ। তিনি তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'ফি যিলালিল কোর'আন' এ বলেন:
'মূলত আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান এ প্রাকৃতিক জগতের মতই কোর'আন এক চিরঞ্জীব সত্য। বিশ্ব প্রকৃতি হচ্ছে আল্লাহর দৃশ্যমান গ্রন্থ, আর কোর'আন হচ্ছে তার জন্য আল্লাহর পাঠ্য গ্রন্থ।' (যিলালিল কোর'আন, ৩য় খন্ড,পৃষ্ঠা:২১)
বিষয়টাকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরো পরিষ্কার করা যায়। কোর'আনকে যিনি হিদায়াতের কিতাব বলে বিশ্বাস করেন, তার কাছে আল্লাহর বাণী-

﴿ أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾

'কে এ যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, তার জন্য পাহাড়কে নোঙ্গর বানিয়েছেন এবং সাগরের দুই ধরনের পানির মাঝে পর্দা টেনে দিয়েছেন? এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহের অংশিদারিত্ব আছে কি? এদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।" (সুরা নামল: ৪৬) আয়াতটির যেসব ব্যাখ্যা মুফাস্‌সীরগণ দিয়েছেন তা অবশ্যই মূল্যবান বিবেচিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যদি পড়ার টেবিল ছেড়ে গিয়ে কোন পাহাড়ের পাদদেশে নদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি

প্রসারিত করে দেন, তাহলে আয়াতটির ব্যাপারে হৃদয়পটে যে অনুভূতির সৃষ্টি হবে, তার সার্থক রূপায়ন কোন মানবীয় কলমের কাছে কিভাবে আশা করা যায়? মানুষের হেদায়াতের জন্য যে কিতাব নাজিল করেছেন আল্লাহ তায়ালা তার সীমাহীন সুগভীর ব্যাখ্যাই তিনি স্বীয় কুদরতের তুলির পরশে এঁকে দিয়েছেন সৃষ্টির পরতে পরতে। তাইতো মহাগ্রন্থ আল কোর'আন মধুমাখা ভাষায় মানুষকে আহবান জানায় সফরের ... যে সফর মানুষের অন্তরাত্মার সকল গিট্ খুলে দেয়। আর এটাই তো সত্যিকার শিক্ষাসফর।

﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾

"তারা কি পৃথিবীতে সফরে বের হয় না? যাতে উপলব্ধি করার মত হৃদয় এবং যথাযথভাবে শ্রবণ করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো! কারণ মানুষের চামড়ার চক্ষুতো আসলে অন্ধ হয় না! অন্ধ হয় মানুষের অন্তর।" (সুরা হজ্জ: ৪৬)

যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি তার প্রতিদিনের বাস্তবতা আমাদের বলে দেয় যে, মানুষের সত্যিকার অন্ধত্ব চর্মচক্ষু দ্বারা নির্ণীত হয় না, বরং হৃদয়ের অন্ধত্বই আসল। মহাকালের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছেন এমন অনেক ব্যক্তিকেই আমরা জানি যারা ছিলেন বাহ্যিক বিবেচনায় অন্ধ। তারপরও জীবন ও জগতের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তাদের সামনে ছিল দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। তারা নিজেরাই শুধু বাঞ্ছিত লক্ষ্যপানে অগ্রসর হননি বরং তাদেরকে দেখে অগণিত চক্ষুষ্মমান মানুষ জীবনের পথ খুঁজে পায়। আবার এমন অনেককেও পৃথিবী বুকে ধারণ করেছে, যারা দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার দরুন জীবনে চশমার প্রয়োজন অনুভব করেনি, যাদের জ্ঞান-গবেষণা পৃথিবীকে বৈষয়িক ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য থেকে তারা ছিল বিচ্যুত, জগতের আসল রহস্য ছিল তাদের সামনে অজ্ঞাত, হেদায়াতের আলো থেকে তারা চিরবঞ্চিত। কারণ তাদের হৃদয়ের দুয়ারে ছিল জেহালাতের তালা। ফলে তারা নিজেরাই শুধু জীবনের মন্‌জিল থেকে দূরে সরে যায়নি, অগণিত মানুষ তাদের অনুসরণ করে সীমাহীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এদের সামনে সত্য কথন পাষাণের গায়ে আঘাতের মতই প্রতিধ্বনি করে। এদের সম্পর্কেই কোরআন বলছে-

﴿ لهم قلوب لايفقهون بها ولهم آذان لايسمعون بها ولهم أعين لايبصرون بها أولئك كالانعام بل هم أضل ﴾

"এদের অন্তঃকরণ থাকলেও এরা বুঝতে পারে না, এদের শ্রবণশক্তি আছে, তারপরও তারা (সত্য কথা) শুনতে পায় না, দৃষ্টি শক্তি আছে, তবুও তারা দেখতে পায় না, অবস্থার দিক দিয়ে এরা পশুর মতই, বরং পশুর চেয়েও আরো খারাপ।" (সুরা আ'রাফ: ১৭৯)

আল্লাহ প্রদত্ত এসব যোগ্যতাগুলোকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাসফর কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে।

অন্যদিকে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়, আস্থার ভিত্ গভীরে প্রবেশ করে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, ইসলামী দাওয়াতের ময়দানে দুশমনের অযাচিত আচরণ যখন নবীজীকে অস্থির করে তুলেছিল, তখন আল্লাহ তাকে বিশ্বময় সফর করালেন, জগতের সীমাহীন নিদর্শনাবলী দেখিয়ে নবীজীর হৃদয়কে করে দিলেন পর্বতের চেয়েও অটল, সাগরের চেয়েও অতল-যা পরবর্তীকালে বিশ্বময় ইসলামী আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ময়দানে ষড়যন্ত্র মোকাবেলার সাহস যুগিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কোরআন বলছে-

﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ﴾

"পবিত্র সে সত্তা যিনি তাঁর বান্দাহকে কোন এক রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন। যার আশপাশকে আমি বরকতময় করে রেখেছি, যাতে করে তাঁকে আমার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো দেখাতে পারি।" (সুরা ইসরা:১)

আজো যারা ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে তৎপর, তাদের পথ নির্দেশিকা হল কোর'আন, আর তার নিখুঁত-নির্ভুল, চির সুন্দর চির আধুনিক ব্যাখা হল বিস্তৃত এ পৃথিবী। একারণেই কোর'আনে বলা হয়েছে- ﴿ قل سيروا فى الأرض ﴾
"হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে (জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে) ভ্রমণ-কর।"

---

*লেখক-**মোহাম্মদ আলী হোসাইন**, লেকচারার, কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডীজ বিভাগ।

মুহাম্মদ রশীদ জাহেদ *

মহান রাব্বুল আলামীনের অপার করুণাসিক্ত অনুপম কুদরতী হাতে গড়া, অগণিত শহীদের রক্তে ভেজা, সুজলা, সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। সবুজ ও সোনালী ধানক্ষেত, দিগন্ত জোড়া শ্যামল শোভা আর অযুত কাশঁবনের মনোরম সমারোহ সব মিলে এদেশ যেন এক মহাশিল্পীর তুলিতে আঁকা এক অতুলনীয় ছবি।

প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক ও পরিব্রাজক ইবনে বতুতা (১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) সুদূর মরক্কো থেকে হাজারো মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন এ সোনার বাংলায়। তিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত সফরনামায় বাংলাদেশ সফর তথা চট্টগ্রাম হয়ে সিলেট গমন এবং প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হযরত শাহ্ জালালের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ, বিশেষ সান্নিধ্যলাভ ও তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনার চমকপ্রদ বিবরণ তুলে ধরেছেন।

সিলেট এদেশের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ। ধর্ম, ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতিক কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। আর তাই সিলেট আকৃষ্ট করে ধর্মানুরাগীদের, বিস্মিত করে ইতিহাসবেত্তাদের, অনুপ্রাণিত করে সংস্কৃতিসেবীদের, মোহিত করে প্রকৃতিপ্রেমীদের।

তাই ইবনে বতুতা এবং শাহ্ জালালের পদধুলোয় ধন্য এই ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের লালিত স্বপ্ন ছিল বহুদিনের। কিন্তু কবে হবে এ সময়? এই দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটলো আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর সিলেটে Study Tour ২০০৪ ঘোষণার মাধ্যমে। এ খবর শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। কারণ শিক্ষা সফর শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ। বইনির্ভর শিক্ষা মূলতঃ তত্ত্বীয়, আর এটি হচ্ছে বাস্তব ময়দানে জ্ঞানার্জনের বিশেষ ক্ষেত্র। অনেক ক্ষেত্রে

বাস্তব জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত করে। আর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মনকে ভরে দেয় সতেজ ও সজীবতায়। এতে বাঁধা ধরা জীবনের এক ঘেয়েমী যেমন মুছে যায় তেমনি স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টিকে চোখ মেলে দেখার মোক্ষম সুযোগও বটে। সফরে মু'মীনের ঈমানীশক্তি বলীয়ান হয়। তাইতো আল-কোর'আনের অনেক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে তার সৃষ্টি জগতে বিচরণ করার তাগিদ দিয়েছেন। তাই আল্লাহর এই তাগাদাকে সামনে রেখে সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

তারিখ ঠিক হলো ১৬ই ডিসেম্বর। নির্ধারিত তারিখে আমরা সকাল ৭টায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে জড়ো হলাম। পৌণে আটটার ট্রেন ছাড়লো নয়টায়। সিলেটের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই ট্রেনে উঠে পড়লাম। সফরের দোয়া মোনাজাত আর কাফেলা প্রধান গিয়াস উদ্দীন হাফিজ সাহেবের দিকনির্দেশনামূলক নসিহতের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। সকালের নাস্তা এবং দুপুরের মুখরোচক খাবার সেরে নিলাম ট্রেনে। ট্রেন ঝক্-ঝকা-ঝক্ শব্দে ছন্দময় তাল তুলে এগিয়ে চলছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে বেড়ে ওঠা মনোমুগ্ধকর শ্যামল বন-বনানী চোখে পড়ার মতো। সিলেটে ঢুকতেই চারিপাশে শোভা পাচ্ছিল পাহাড়ের ঢালে চা গাছের সুশোভিত বাগান, মাঝে মাঝে বয়ে যাওয়া ক্ষীণাঙ্গী স্রোতপ্রবাহ আর বিচিত্র গাছ-গাছালীর অপূর্ব সমারোহ।

কবির ভাষায়-

বনের পর বন চলছে বনের নাহি শেষ
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরীর দেশ।

রাত নয়টা। আমরা সিলেট শহরে পৌঁছে একটি অভিজাত আবাসিক হোটেলে উঠলাম। পরদিন ভোরে নামাজ ও রিফ্রেশমেন্ট সেরে সকাল ৮.০০ টায় গাড়ীতে চেপে বসলাম। ছুটে চলছে আমাদের বাসটি। আর ছবি আঁকছে আমাদের চক্ষুযুগল হৃদয়পটে বেজেই চলেছে অস্ফুট এক বেহেস্তী বীণা। আন্তর্জাতিক ওসমানী বিমান বন্দর ও সারি সারি চা বাগানের নয়নাভিরাম সবুজ দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করছিল বারবার। পথিমধ্যে হযরত শাহ্জালালের (রাঃ) কবর জিয়ারত এবং তৎসংলগ্ন তিনতলা বিশিষ্ট মনোমুগ্ধকর জামে মসজিদে দু'রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগও হয়েছে। আমাদের বাস সোজা চলল মাধবকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। মাধবকুণ্ড দেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত। সিলেট শহর থেকে প্রায় ঘন্টা তিনেক লেগে যায়। আবার জলপ্রপাতের প্রবেশদ্বার থেকে শেষ সীমানায় পায়ে হেঁটে গেলে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট নির্ঘাত লাগবে। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী বন্ধুর পথ। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়-

যতদূর দেখা যায় ঐ দূর সীমানায়
চোখ দুটো ভেসে যায় সবুজের বন্যায়।

বাগানের সবুজ চত্বরে, পাহাড়ী টিলায় কিংবা খণ্ড খণ্ড মসৃণ পাথরে বসে ছাত্র-শিক্ষক ও পরিবারের আগত সদস্যদের নিয়ে মনোরম পরিবেশে দুপুরের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করছিল। অনেকেই ক্যামেরাবন্দী করেছেন এ বিরল মুহূর্তকে।

পাহাড়ের গিরিপথ বেয়ে আমরা চললাম জলপ্রপাতের উৎস মূলে। চারপাশে গাঢ় সবুজের শাড়ীপরা সারি সারি বৃক্ষের হাতছানি। সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া থেকে সজোরে নিম্নের দিকে ধেয়ে আসছে স্বচ্ছ, নির্মল পানির স্রোতধারা। পাষাণ পাথরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে অনন্ত জলধারা। কার তুলির ছন্দময় আচঁড়ে ও সুন্দর অপরূপ পাহাড়ঘেরা সবুজ নৈসর্গের সৃষ্টি! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোন চিত্রশিল্পী কি পারে এই নয়নাভিরাম বর্ণিল দৃশ্যপটের ছবি আকঁতে? এই দৃশ্য দেখে আমার মানসপটে ভেসে উঠলো আল কোরআনের সুমহান আয়াতটি... "পাথরের মাঝে এমন আছে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।" এ আয়াতের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ও সঠিক বাস্তবতা দেখতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসীম শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

পরদিন ১৮ ডিসেম্বর। এবার যাত্রা জাফলংয়ের উদ্দেশ্যে। শুরুতে আমরা প্রবেশ করলাম শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। যার দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো, স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নৈপুণ্যতা সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল।

প্রায় এক ঘন্টার পথ পেরিয়ে আমরা জাফলং পৌঁছলাম। সিলেটের প্রান্তসীমায় জাফলং-এর নৈসর্গিক সৌন্দর্যে কোন মানুষ ব্যাকুল না হয়ে থাকতে পারে না। ভারতের পাহাড় বেয়ে নেমে আসা পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছ, হিমশীতল টলমলে পানি আর অগণিত পাথরের হাসাহাসি প্রকৃতিপ্রেমীদের বুভুক্ষু দৃষ্টিকে করে প্রশান্ত। পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ভারতের সীমান্তের (Zero Point) চলে যাই। বিচিত্রময় পাথরের শুভ্র হাসিতে সাড়া দিয়ে অনেকেই পুরো পানিতে কিংবা হাঁটু-ডোবা পানিতে নেমে মধুর এই স্মৃতিগুলো ক্যামেরায় লুফে নিয়েছে। এসব দৃশ্য ভাবতেই এক বিচিত্র রোমাঞ্চ এসে চিত্ত কণিকার প্রতিটি রন্ধ্রে মিশে এক মধুর বীণায় সুর তোলে। নিজকে তখন এক অচেনা অনুভূতিতে বেশ আলাদা আলাদাই মনে হয়।

ডিঙ্গিতে চড়ে আমরা চলছি ফেরার পথে। ভাবতে অবাক লাগে কোন রুচিশীল শিল্পীর মধুর স্পর্শে পুরো পাহাড় জুড়ে তৈরী হয়েছে সবুজ দরিয়ার এক প্রশান্ত ঊর্মিমালা। মৃদু ঢেউয়ের উষ্ণতায় নাচতে নাচতে এগিয়ে চলছিল আমাদের ছোট ছোট নৌকাগুলো। তখন উদাস মনে মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম।

কল্ কল্ ছল্ ছল্ নদী করে টলমল

নিসর্গের অনাবিল এ স্নিগ্ধতা আমাদের মোহিত করছিল। বস্তুতঃ দৃশ্যগুলো এতই মনোহর ও উপভোগ্য ছিল যে কেউ দীর্ঘদিন কাছে থেকে দেখলেও ক্লান্তিকর মনে হবে না। হৃদয়পটে ভেসে ওঠে জনপ্রিয় ইসলামী সংগীতের মরমী সুর ঃ

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর।

অনেক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দিতচিত্তে রাত্রে পাড়ি জমালাম চট্টলার পথে। অনেক কিছু জানার, শেখার এবং বিচিত্রময় অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে। একলা মনে যখন ভাবি তখন অ্যালবামে সাজিয়ে রাখা রোমাঞ্চকর স্মৃতিগুলোর কথা মনে পড়ে, হাত ধরাধরি করে দল বেঁধে ছুটে আসে ফেলেআসা সেসব নান্দনিক দৃশ্যগুলো। ঐ সব স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মনে বড় ব্যথা অনুভূত হয়।

*লেখক-**মুহাম্মদ রশীদ জাহেদ**, সহকারী অধ্যাপক, কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডীজ বিভাগ।

মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন *

রাস্তা হতে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে জায়গাটি। ফলে পুরো দৃশ্যটা অতি সহজেই নজরে আসছিল। এঁকেবেঁকে চলছে প্রবাহিত ঝর্ণা। এক পার্শ্বে পাহাড়ী পাদদেশ। অপরপার্শ্বে সারি সারি সবুজ ঘন গাছ। তারপরেই খাড়া পাহাড়। তাও গাঢ় গাছ-গাছালীতে ভরপুর। প্রবাহিত ঝর্ণা সম্বলিত এমনি এক মায়াবী প্রাকৃতিক পরিবেশে খাবার গ্রহণ করছে ভ্রমণ পিপাসু একটি দল। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই। ডিসাপজিবল প্লেট ও গ্লাস। তাতে বিরিয়ানী, ভুনা-মাংস ও সালাদ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বসে গেছে যার যার মত। ঝর্ণার পার্শ্বে ঘাসবিহীন খানিকটা সমতল জায়গা। সেখানে বসেছে কেউ। ঝর্ণার মাঝখানে বিশাল সাইজের বেশ কয়েকটা পাথর। অনেকে সে পাথরগুলোর উপরে । ঝর্ণার পানিতে তাদের পাগুলো ভিজানো। বাকী সদস্যরা পাহাড়ের ঢালু স্থানটায় বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে বসে আহার গ্রহণ করছে। ঝর্ণাটা একটা বাক নিয়ে ডানে চলে গেছে। বাঁকের নিকট হাল্কা ঝোপঝাড়, অনেকটা আড়ালে ঢাকা। সেখানে অবস্থান নিয়েছেন মহিলা সদস্যগণ। আহার গ্রহণ মানুষের জীবনে প্রাত্যহিক একটি কাজ। নিত্যদিনের অতি সাধারণ একটি দৃশ্য। কোন নতুনত্ব কিংবা বিশেষত্ব নেই। তবে এ মুহূর্তের এই খাবার গ্রহণের দৃশ্যটি যেন আলাদা। পাহাড়ের পাদদেশ, গাছ-গাছালীর সবুজ সমারোহ, প্রবাহিত ঝর্ণা, ঝিরঝিরে হাওয়া, পাখির কলকাকলী-এমনি এক নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত প্রকৃতির কোলে বসে আহার গ্রহণ, সত্যিই অপূর্ব ও অতুলনীয়।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টী আয়োজিত শিক্ষা সফর-২০০৪ এর কার্যক্রমের একটি অংশ বিশেষ এই আহার গ্রহণ। দৃষ্টিনন্দন প্রকৃতি আর পাহাড়ী জলপ্রপাত-এর জন্য খ্যাত মাধবকুণ্ড পরিদর্শনের এক পর্যায়ে শিক্ষা সফর সদস্যদের দুপুরের খাবার গ্রহণ পর্ব এটি। উৎসবমুখর সুন্দর একটি পরিবেশ। সবার মাঝে যেন আনন্দ উল্লাস ও হর্ষোৎফুল্ল একটা ভাব। মৃদু কথাবার্তা, হাল্কা রসিকতা ও হাসাহাসি। এরই মাঝে খাবার গ্রহণ। শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষকদের সহধর্মীণীগণ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক মহোদয়গণের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। সবাই যেন একইভাবে উপভোগ করছে আনন্দঘন এই মুহূর্তটি। সদস্যদের মধ্যকার সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান। ছাত্র শিক্ষকদের মাঝে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধও রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা সফরের মহিলা সদস্যাগণও শরীয়ত নির্ধারিত পর্দা ও শালীনতার মাঝে সীমাবদ্ধ রয়েছেন। তারপরেও কি সুন্দর ও অবলীলায় প্রতিটি সদস্যই উপভোগ করছে আল্লাহর দেয়া অপরূপ এ প্রকৃতিকে।

ইসলাম সুস্থ বিনোদন, আনন্দ উপভোগ ও বৈধ হর্ষ-উল্লাসকে নিষেধ করেনি। তা যদি অশালীন ও নৈতিকতাবিবর্জিত না হয়। আর শরীয়ত মোতাবেক ও ইসলামের গণ্ডির ভিতর থেকেও যে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে–শিক্ষা সফরের দলটির এই আহার গ্রহণ দৃশ্যটি।

---

*লেখক-**মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন**, প্রভাষক, কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডীজ বিভাগ।

মুহাম্মদ আবুল কালাম *

ছোটকাল থেকেই নতুন নতুন জায়গা ভ্রমণের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল খুবই প্রবল। তাই যখনই নতুন কোন জায়গা ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে তখন তা মিস্ করতে চাইনি। এবার শরীয়াহ্ অনুষদের উদ্যোগে সিলেটে শিক্ষা সফরে যাওয়ার ঘোষণা শুনে সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলাম বেশ কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ এর আগে আর সিলেটে যাওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ মাষ্টার্স সমাপনী বর্ষের ছাত্র হিসাবে এটাই হবে আমার জন্য ফ্যাকাল্টীর ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে শেষ সফর। এবার যদি না যাই তাহলে IIUC এর ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে আর সফরে যাওয়ার সুযোগ হবে না। তৃতীয়তঃ এই সফরের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল–সিটি ক্যাম্পাস ও Permanent ক্যাম্পাসের শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর উভয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণ থাকছে, সাথে স্যারদের ফ্যামিলি মেম্বারদের অংশগ্রহণ সফরকে আরো বেশী পূর্ণতা দান করেছে। মা-বাবার সাথে ছোট-বড় ভাই-বোন সকলে মিলে সফরে গেলে যে আনন্দ উপভোগ করা যাবে এই সফর যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

এছাড়া সিলেটের অপূর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত চা বাগান, জাফলং–এ পিয়াইন নদী থেকে পাথর উত্তোলনের কথা এবং মাধবকুণ্ডের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যমন্ডিত জলপ্রপাতের কথা তো আগে থেকেই শুনেছি। এসব সৌন্দর্য্য অবলোকনের জন্য কার মন না ব্যাকুল হয়।

সব মিলে যতই সফরের দিন নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এরই মাঝে একদিন একটি পত্রিকায় "সফরের ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। সেখানে সুরা হজ্জ এর ৪৬ নং আয়াতসহ কোরআন থেকে সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে দেশ সফরের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবলোকন ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে।
সুরা হজ্জ এর ৪৬ নং আয়াতটি হল-

﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾

"তারা কেন এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে না যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে, মূলত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত অন্তরটাই।"

উল্লেখিত আয়াতটি আমাকে খুব বেশী প্রভাবিত করেছে। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে–ভ্রমণের মাধ্যমে মানবমনে আল্লাহর সৃষ্টিরাজীর নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে ধারণা জাগে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম–এই সফর থেকে নতুন কিছু শিখতে ও বুঝতে হবে। যদিও এর আগে বিভিন্ন এলাকায় সফরগুলো ছিল শুধুমাত্র ভ্রমণসর্বস্ব। কিন্তু এবারে আমার মূল টার্গেট হচ্ছে এই সফর থেকে আমি কি শিক্ষা পাই, বা এবারের সফর আমায় কি শিক্ষা দেয়?

সফরের উদ্বোধনী দিবসে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ট্রেনের জন্য চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে সকাল ৯টায় ট্রেন আসলো, সবাই নিজ নিজ আসনে বসে পড়লো, আমি জানালার পাশে সীট পেয়ে খুব খুশী হয়েছি, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম–চট্টগ্রাম থেকে সিলেট পর্যন্ত বিশাল এলাকা জানালা দিয়ে অবলোকন করব।

অনুপম সৌন্দর্য্য আর ঐশ্বর্য্যে ভরা আমার বাংলাদেশ

সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ট্রেন, সবাই একে অপরের সাথে খোশগল্পে মতোয়ারা, এক অনন্য আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজমান। আমি জানালার পাশে বসে বাইরে দৃষ্টি মেলে বাংলাদেশের অনুপম সৌন্দর্য্যের দৃশ্য দেখছিলাম। কোথাও শহর আর নগর, আবার কোথাও বিস্তীর্ণ ফসলের ভরা মাঠ, আবার কোথাও বা চোখ জুড়ানো হলুদ রঙের বিল ভরা সরষে ক্ষেত, মনে হয় যেন হলুদ গালিচা বিছানো বিশাল প্রান্তর। আবার কোথাও বা চোখে পড়ে গগনচুম্বি বিশাল বিশাল গাছের বাগান, এইভাবে অসংখ্য প্রাচুর্য্যে ভরপুর আমার সোনার বাংলাদেশের দৃশ্য দেখতে দেখতে সিলেটে পৌঁছে গেলাম।

রাতের খাবার সেরে হোটেলে যখন শুতে গেলাম তখন চট্টগ্রাম থেকে সিলেট পৌঁছা পর্যন্ত যা দেখেছি তা সবই যেন মনের পর্দায় ভেসে উঠল। এর আগে অনেক এলাকা সফর করেছি, কিন্তু এবারের মত অরূপ রূপে আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে আর দেখিনি। সারা দেশে ছড়ানো-ছিটানো অফুরন্ত সম্পদের সম্ভারও আর চোখে পড়েনি। হৃদয়ে বড় ব্যথা পাই যখন দেখি এত প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও অর্ধাহারে না খেয়ে মানুষ মরে। সবচেয়ে শ্রুতিকটু মনে হয় সেই কথাকে যখন বলতে শুনি বাংলাদেশ গরীব দেশ। সবচেয়ে ঘৃণা ও ধিক্কার জানাই তাদের প্রতি যাদের দুর্নীতির কারণে এই অনাবিল সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ধনী দেশটিকে গরীব দেশের তালিকায়...।

গাছগাছালি আল্লাহর নামে তসবীহ্ পড়ে আর অশ্রুঝরায়

দ্বিতীয় দিবসের সূচনাতেই ফজরের আযান শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চতুর্দিক থেকে শুধু আযানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছে। চোখ খুলে দেখি পূর্ব গগন ফর্সা হল, সকালের শুভ্র আভা জানালা দিয়ে রুমের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আল্লাহর নামে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম, অজু সেরে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী ফজরের নামাজ শেষে চা বাগান দেখতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। নামাজ শেষ হতে না হতেই দুটি বাস হোটেলের সামনে উপস্থিত। সকলে গাড়িতে করে চা বাগানের দিকে রওয়ানা দিলাম, রাস্তার দু'ধারে ছোটবড় অসংখ্য পাহাড়, প্রায় সকল পাহাড়গুলোতে চা বাগান করা হয়েছে, আমাদের বাস দুটি সবচেয়ে সুন্দর একটি চা বাগানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে ছোট ছোট পথ বেয়ে চা বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

এরই মধ্যে সূর্য উদিত হচ্ছে। শীতের সকালে সূর্যের সোনালী কিরণ যখন চা বাগানের কচি কচি ডগার শিশিরবিন্দুর উপর পড়ল তখন মনে হচ্ছিল এগুলো শিশিরবিন্দু নয় বরং এগুলো যেন চা বাগানের ডগায়-ডগায় ছড়ানো–ছিটানো মণি-মুক্তা। সকল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী আর স্যারদের ছেলেমেয়েরা এই অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করে আনন্দে মেতে উঠল, কেউ কেউ এই মুহূর্তগুলো স্মৃতির এ্যালবামে ধরে রাখার জন্য ক্যামেরাবন্দি করছিল, আবার কেউ বা পরম আনন্দে চা বাগানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিল। আমিও ছোট একটি পথ ধরে চা বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। যেদিকে চোখ বুলাই শুধু

সবুজ আর সবুজের মেলা। মনে হচ্ছিল সিলেটের পাহাড়গুলোকে যেন আল্লাহ-তায়ালা সবুজ গালিচা দ্বারা মুড়াইয়া দিয়েছেন। চিন্তা করতে লাগলাম কত সুন্দর সবুজ করে আল্লাহ তায়ালা এই চা বাগানগুলোকে সাজালেন আর একে করলেন দেশের জন্য বিশাল আয়ের উৎস। ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে চা বাগানের কচি ডগার উপর হাত বুলাতে শুরু করলাম। যখনই হাতের তালুতে শিশিরবিন্দুর শীতলতার পরশ অনুভব করলাম তখনই আমার অনুভূতিতে এক নতুন অনুভবের উন্মেষ ঘটল, যা অতীতে আর কোন দিন হয়নি, তাহল–চা বাগানের কচি কচি ডগার উপর মণি-মুক্তার মত যে শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে তা শিশিরবিন্দু নয় এ যেন অশ্রুফোঁটা।

আল্লাহর কিছু কিছু বান্দা শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষে সেজদায় গিয়ে যখন ইস্‌তেগ্‌ফার করে এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে করতে অশ্রু ঝরায় এবং এভাবে নামাজ শেষে যখন দুহাতে অশ্রু মুছতে গিয়ে হাতের তালুতে অশ্রুর শীতলতা অনুভব করে ঠিক আমিও চা বাগানের কচি কচি ডগায় হাত বুলাতে গিয়ে শিশির বিন্দুর শীতল পরশে সেই রকম পবিত্রতম শীতলতা অনুভব করেছি। মনে হল এই অসংখ্য গাছগাছালি যেন সারা রাত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে ইবাদতে মশগুল ছিল এবং কেঁদে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন করেছে, সে অশ্রু এখনও শুকায়নি। হয়ত রৌদ্রের উষ্ণতা তাদের অশ্রু মুছে দেবে।

শুধু গাছগাছালি কেন? আসমান-যমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

﴿ سبح لله مافي السموات ومافي الأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (سورة الحشر ، أية - ١)

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (হাশর-১)

শাহজালাল (রাঃ) যিনি এসেছিলেন বিদআত মূলোৎপাটন করতে

চা বাগান দেখা শেষে নাস্তা সেরে চলে গেলাম এই উপমহাদেশের শ্রেষ্টতম ধর্মপ্রচারক ও সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (রাঃ) এর মাজারে। বিশাল মসজিদ, পাশে শাহ্ জালালের মাজার। মসজিদের উঠানের একপাশে আছে সুন্দর একটি পুকুর। কিন্তু কুসংস্কারপন্থী কিছু লোক পুকুরের একপ্রকার মাছকে খাদ্য দিতে গিয়ে পুকুরের স্বচ্ছ পানি সমূহকে নষ্ট করে ফেলেছে। সর্বোপরি সেখানে কিছু বিদ'আতী লোকের অস্তিত্ব দেখতে পেলাম। পরে সবাই মিলে শাহজালালের তলোয়ার দেখতে গেলাম, জনৈক বৃদ্ধ তলোয়ারটি বের করে দেখালেন, ইতিমধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও স্যারেরা এসে তা দেখার জন্য ভীড় জমাল, আমি বৃদ্ধ লোকটির হাত থেকে তলোয়ারটি নিজ হাতে নিয়ে উপরে তুলে সবাইকে দেখালাম।

তলোয়ারটি হাতে ধরার পর আমার মনে একটি হাহাকার আসল। যে মহান মনীষি সুদূর ইয়ামান থেকে এখানে সফর করেছিলেন বিদ'আত, শিরক ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে, আজ তার কিছু অনুসারী তারই কবরকে ঘিরে বিদ'আত ও কুসংস্কারের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাতের মনোরম পরিবেশে কিছুক্ষণ

সফরের ২য় দিবসে বাদে যোহর মাধবকুণ্ড ঝর্ণার পাশে পৌছলাম, কলকল রবে ঝলমল করে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার পাশে এক পাহাড়ের ডালে বসে পরম আনন্দে আমরা সকলে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। এবং সেখান থেকে অনেকদূর পথ পায়ে হেঁটে মাধবকুণ্ডের মূল ঝর্ণার পাশে পৌঁছলাম। সুউচ্চ পাথর আর মাটির পাহাড়ের উপর থেকে অবিরত ধারায় ঝর ঝর করে ঝর্ণার পানি শুধু ঝরতে আছে। শুকরিয়া আদায় করলাম সেই মহান প্রভুর যিনি সুউচ্চ পাহাড়ের উপরের মাটি আর পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন, যার অনুপম দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য্য দেখে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত পর্যটকরা পরম আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল এসব কিছুর সৃষ্টা যিনি তাকে ভুলেও কেউ স্মরণ করে না।

জাফলং-এর পিয়াইন নদী: পাথর ফেটে ঝর্ণা বয়ে যার উৎপত্তি

সফরের সমাপনী দিবসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসা পরিভ্রমণ শেষে গাড়িতে চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দুপুর ১২টার দিকে আমরা জাফলং পৌঁছি। পৌঁছেই পাথর উত্তোলনের দৃশ্য দেখার জন্য পিয়াইন নদীতে নেমে পড়লাম। দেখলাম অসংখ্য মানুষ নদীর তলদেশ থেকে পাথর উত্তোলন করছে। আমাদের সাথে

সিলেটের আবু সাদাত ভাই ও দেলোয়ার ভাই ছিলেন, তারা বললেন, এই এলাকার অধিকাংশ লোক পাথর উত্তোলন করে তা বিক্রি করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

আমরা সকলে পিয়াইন নদী পার হয়ে দীর্ঘ বালিপ্রান্তর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছলাম। জাফলং এর এই নদীটাই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমারেখা টেনেছে। তবে পুরো নদীটাই বাংলাদেশের সীমানায় পড়েছে। আমরা পরম আনন্দে নদীতে হাঁটতে লাগলাম। কোথাও হাঁটু পানি, কোথাও হাঁটুর চেয়ে বেশী পানি, কোথাও বা আরো কম, পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ, শীতল ও কোমল। দিবসের ঠিক দ্বিপ্রহরে এই স্বচ্ছ শীতল পানি ছেড়ে চলে আসতে মন চাইছে না। নদীতে হাঁটতে হাঁটতে আবু সাদাত ভাইকে নদীটির উৎপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, ঐ যে ভারত সীমান্তে সুউচ্চ বিশাল বিশাল পাহাড় দেখা যায় ঐগুলো পাথরের পাহাড়। উপরিভাগে কিছু মাটির প্রলেপ আছে বলে গাছ-গাছালি জন্মেছে। ঐ পাথরের পাহাড় থেকে অসংখ্য ঝর্ণার উৎপত্তি হয়েছে। ঐ ঝর্ণাগুলো এক সাথে মিলিত হয়ে পিয়াইন নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাথরের পাহাড় থেকে অসংখ্য ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার কথা শুনে মহাগ্রন্থ আল-কোরানের সেই আয়াতের কথা মনে পড়ে গেল, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون ﴾ (سورة البقرة ٠ أية- ٧٤)

অর্থাৎ, পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এবং এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয় এবং এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নহেন। (বাকারা-৭৪)
পাথরের পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে নদীতে রূপান্তরিত হওয়াতে আমি যেন মহাগ্রন্থ আল্ কোরানের উল্লেখিত আয়াতের বাস্তব রূপায়ন দেখতে পাচ্ছি।

তিন দিনের সফল শিক্ষা সফর শেষে দেখে আসা চিত্রগুলো বার বার আমার হৃদয়ের পর্দায় ভাসছিল।

কি সুন্দর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, চা বাগানের চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ। মাধবকুণ্ডের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের হাতছানি। জাফলং-এর স্বচ্ছ শীতল পানি কলকল রবে বয়ে যাওয়ার দৃশ্য, সবকিছু যেন আল্লাহ তায়ালার সুনিপুণ সৃষ্টির অনুপম নিদর্শন। সবখানে যেন এক স্বর্গীয় প্রশান্তি বিরাজমান। বিশ্বজাহানের সবকিছু আল্লাহর বিধান মেনে চলে বলেই এই প্রশান্তি। বিশ্বপ্রকৃতি যেন নিরবে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আমাদেরকেও আহবান জানাচ্ছে। আমরা যদি সেভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও মুহূর্তগুলো তারই নির্দেশিত পথে চালাতে পারতাম তাহলে কতই না ভাল হত।

---

*লেখক-**মুহাম্মদ আবুল কালাম**, মাষ্টার্স সমাপনী বর্ষ, কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডীজ বিভাগ।

শরীয়াহ্ অনুষদের পক্ষ থেকে শিক্ষাসফর স্মারক'০৫ প্রকাশের উদ্দ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই।

দি মোঘল হোটেল
মালিক: মোহাম্মদ সরওয়ার
আই.আই.ইউ.সি গেইট, কুমিরা ক্যাম্পাস।

এ.এস.এম. সিরাজুল ইসলাম *

শাহজালালের স্মৃতিধন্য, দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপরূপ লীলাভূমি সিলেট দেখতে কার না মন চায়! প্রতি বছরের ন্যায় শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টী এবারও আয়োজন করেছে এক জমকালো শিক্ষা সফরের। সিটি, পারমান্যান্ট, ফিমেইল ক্যাম্পাস আর স্যারদের ফ্যামিলিসহ ছোট ছোট সোনামণিদের সরব উপস্থিতি শিক্ষা সফরকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর হয়ে এটাই আমার প্রথম শিক্ষা সফর। প্রথম থেকেই শিক্ষাসফরে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু ৯ই ডিসেম্বর '০৪ দেলোয়ার ফোন করে জানাল সে সিটি ক্যাম্পাসে আসবে তার সাথে যেন দেখা করি। তাই ছোট ভাইটির সাথে দেখা করার জন্য বেলা ২টার দিকে ডিপার্টম্যান্ট অফিসে গিয়ে দেখলাম কোর'আনিক সাইন্সের শিক্ষক আলী হোসাইন ভাই, কালাম ভাই, দেলোয়ার এবং আরও কয়েকজন শিক্ষা সফর বাস্তবায়নের জন্য কথা বলছেন। আমাকে দেখে আলী হোসাইন ভাই শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য চাপ দিলেন। আমি উনাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম এবং বললাম আমার পক্ষে শিক্ষা সফরে যাওয়া সম্ভব নয়, আর আমার শিক্ষা সফরে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতিও নেই। কেননা বিগত ৪ঠা নভেম্বর আমাদের শ্রদ্ধেয় বাবা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য মহান মুনিবের কাছে চলে গেছেন। তাই আমি কয়েকটি মিডটার্ম পরীক্ষাও দিতে পারিনি। তাছাড়া এটাই আমার অনার্সের শেষ সেমিষ্টার। আমাকে থিসিসও করতে হবে। কিন্তু তিনি বুঝতে চাচ্ছিলেন না। আর দেলোয়ার তো বলেই দিল আপনি না গেলে আমরাও যাব না। শেষ পর্যন্ত প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হলো। তার পর আলী হোসাইন ভাইয়ের দিক নির্দেশনায় আমরা সকলে মিলে শিক্ষা সফর বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এবার শুরু হলো বাস্তবায়নের পালা। প্রথমেই শিক্ষা সফরের সূচী তৈরী করা হয় এবং শিক্ষা সফরের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ট্রেনের টিকেট, গেঞ্জি ও চেষ্ট কার্ড তৈরীর দায়িত্ব বন্টন করা হয়। ট্রেনের টিকেট করার দ্বায়িত্ব পড়ে তাফাজ্জল ভাইয়ের উপর এবং তাকে সহযোগিতার জন্য আমাদেরকেও বলা হয়। গেঞ্জির ব্লক ও চেষ্ট কার্ডের

ডিজাইনের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর এবং সিলেটে সবকিছু ম্যানেজ করার দায়িত্ব পড়ে আমার ও দেলোয়ারের উপর। ১৪ই ডিসেম্বর রাতেই আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সিলেট যাওয়ার প্রাক্কালে স্যারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করি। ১৫ই ডিসেম্বর সকালে সিলেট পৌছেই হোটেলে সিট বুকিং, বাস ভাড়া, রেষ্টুরেন্টে খাবারের অর্ডার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

১৬ই ডিসেম্বর শিক্ষা সফরের প্রথম দিন। সকাল ৭টার পর থেকেই মোবাইলে রিং বাজতে থাকে এবং চট্টগ্রাম থেকে স্যার ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে একের পর এক কল আসতে থাকে। আমরা ষ্টেশনে যাচ্ছি, সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, এইতো ট্রেনে উঠলাম, ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে, আরও অনেক কিছু। দুপুরে খাবার সেরে হোটেল সিটি লিংকে গিয়ে সিট কনফার্ম করি এবং সন্ধ্যায় আমরা দু'জন ষ্টেশনে যাই। এবার শুরু হলো অপেক্ষার পালা। ইতিমধ্যে আমাদের বাসগুলোও পৌছে যায়। কিন্তু ট্রেনতো আর আসে না। অবশেষে রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন এসে পৌছল। একে একে সবাই ট্রেন থেকে নেমেই পুরো দিনের ক্লান্তি ভুলে সকলেই আনন্দে মেতে উঠল। রাতে হোটেলে পৌছে ডিনার শেষে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল আমরা তখন স্যারদের নিয়ে পরবর্তী দিনের কর্মসূচী নিয়ে বসলাম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আমরাও নিদ্রাপুরীতে চলে গেলাম।

১৭ই ডিসেম্বর সালাতুল ফজর আদায় করে সিলেট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চা বাগান ও শাহজালাল (রহ:) এর মাজার পরিদর্শন করে সকাল ১০টার দিকে মাধবকুণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ২টার দিকে যখন মাধবকুণ্ডে পৌঁছি তখন সকলেরই ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। তাই দেরি না করে সবাই ঝর্ণার পাশে সবুজ বৃক্ষের নীচে পাথরের উপর বসে সত্যিকারের বনভোজন সেরে নেই। তারপর পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য্য একপলক দেখে নিই। পশ্চিম আকাশে সূর্য যখন হেলে পড়ছিল তখন আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সন্ধ্যায় সিলেটে পৌছে ডিনার সারতে সিলেটের অত্যাধুনিক বিপণী কেন্দ্র আল-হামরা শপিং সিটিতে হামাদান রেষ্টুরেন্টে চলে যাই। হামাদান রেষ্টুরেন্টের ম্যানেজার শফিক ভাইয়ের সুন্দর আয়োজন এবং আতিথেয়তা সকলকে আকৃষ্ট করে। আনন্দময় এই পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে সিলেট মহনগরীর ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা শাহজাহান আলী ও নুরুল ইসলাম ভাইয়ের উপস্থিতি।

১৮ই ডিসেম্বর সালাতুল ফজরের পর কোরআন-হাদীসের আলোকে বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার লক্ষ্যে স্যারদের পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসায় চলে আসি। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ জনাব লুৎফুর রহমান হুমায়দী সাহেব সবাইকে স্বাগত জানান এবং পুরো মাদ্‌রাসা ঘুরে দেখান। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জাফলং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। আমাদের সফরসঙ্গী হন তারাদিন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টের ডিরেক্টর ও গ্রামবাংলা রেষ্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী গাজী নাসির ভাই। দুপুর ১২টায় জাফলং-এ পৌছে আমরা চলে যাই ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ী নদীর তলদেশ থেকে পাথর কুড়ানোর দৃশ্য আর প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর জাফলং-এর অপরূপ সৌন্দর্য্য অবলোকন করতে। দুপুরে গ্রামবাংলা রেষ্টুরেন্টে পৌছলেই শুরু হয় গাজী নাসির ভাইয়ের আতিথেয়তা। বিকেলে হরিপুর গ্যাসকুপ হয়ে সন্ধ্যায় সিলেট চলে আসি। এবার সিলেট সফরের শেষ ডিনার গ্রহণের জন্য চলে যাই তারাদিন রেষ্টুরেন্টে, এখানেও গাজী নাসির ভাইয়ের উপস্থিতি সকলের নজর কাড়ে। শেষ ডিনারে আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আবু সাঈদ মুহাম্মদ শাফিউল ইসলাম। এবার বিদায়ের পালা। আমরা যখন সিলেট ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম তখনই মোবাইলের রিং বাজতে শুরু করে, অপর প্রান্ত থেকে নুরুল ইসলাম ভাই বললেন হ্যালো সাদাত! আমি তোমাদের বিদায় জানাতে ষ্টেশনে আসছি। ষ্টেশনে পৌছেই দেখি নুরুল ইসলাম ভাই ও আনোয়ার ভাই কমলা ভর্তি বিশাল কার্টুন নিয়ে উপস্থিত। পরদিন শুভ্র সকালে ট্রেন যখন চট্টগ্রাম পৌছল তখনই সাঙ্গ হলো তিনদিন ব্যাপী এ জম্পেশ মিলন মেলার।

দিন আসে দিন যায়, স্মৃতি শুধু রয়ে যায়। সিলেট শিক্ষা সফরও স্মৃতির পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

*লেখক-**এ.এস.এম. সিরাজুল ইসলাম**, এম.এ. ১ম বর্ষ, দাওয়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

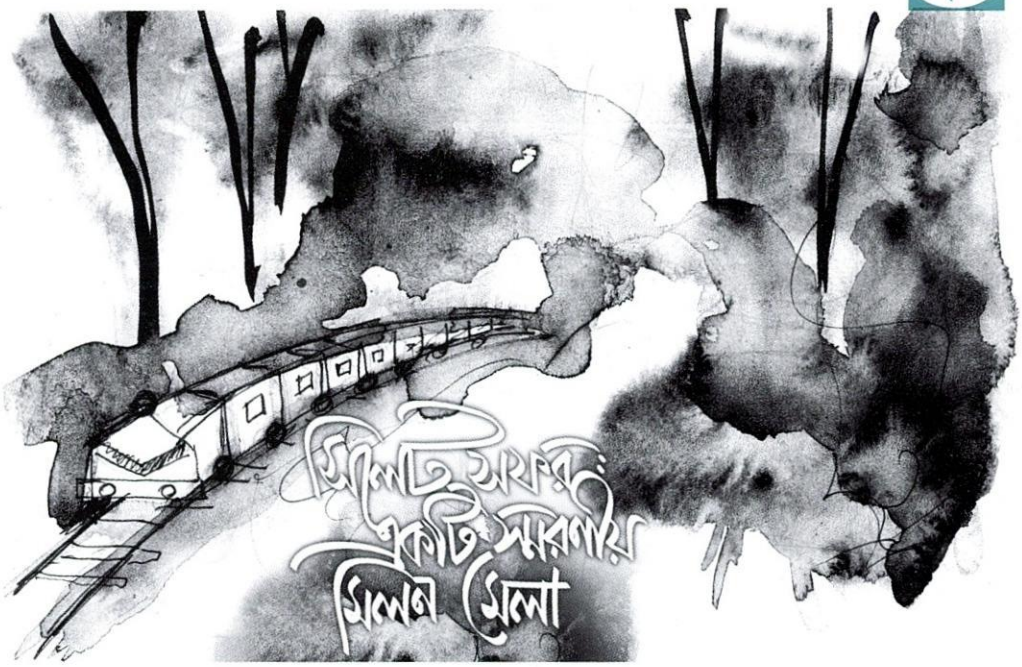

নাজমুল হুদা সোহেল *

শিক্ষা সফর, চট্টগ্রাম টু সিলেট। আয়োজনে আই.আই.ইউ.সির শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টী। কয়েকদিন থেকে ভ্রমণের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে পুরো ফ্যাকাল্টী ছিল সরগরম। ছাত্র-শিক্ষক সবার মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা। যেন শীতের মাঝে বসন্তের আমেজ। ফ্যাকাল্টীতে এই প্রথম ছাত্র-ছাত্রী ও স্যারদের ফ্যামিলি একত্রে কোন শিক্ষা সফরে যাচ্ছে, তাও আবার রেল পথে। সব দিকে জমজমাট আয়োজন। হিসেব করে দেখলাম এটা কোনভাবেই মিস্ করা যায় না। ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করে নাম রেজিঃ করলাম। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিনে, সকাল ৯টায় আমাদের শিক্ষাসফরের যাত্রা শুরু হল। ট্রেনে উঠার আগে শিক্ষাসফরের ব্যবস্থাপক শ্রদ্ধেয় আলী হোসাইন স্যার আমাদেরকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্মারক গেঞ্জি ও ID কার্ড তুলে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় সার্বিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখলেন মুহ্তারাম গিয়াসউদ্দীন হাফিজ স্যার। ইতিমধ্যে খাদ্যবিভাগ সকালের নাস্তা নিয়ে হাজির। নাস্তা, খাওয়া-দাওয়া সহ যাবতীয় বন্দোবস্ত ট্রেনের মধ্যেই ছিল। দু'টি সমান্তরাল রেখাকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। দু'পাশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল, মানুষের বিচিত্র জীবন-যাত্রা, সবুজের গালিচা বিছানো আদিগন্ত মাঠ বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। মোহমুগ্ধ হয়ে চোখ মেলে তাকালাম আবহমান বাংলার মায়াবী রূপের দিকে। চারপাশের এই মনোমুগ্ধকর অনুভূতি যেন মনে হচ্ছিল কবিতা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কবিতা না লিখলেও সেদিন জানালার পাশে বসে আমরা ক'জন এলোমেলো গানের সূরে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। কখনো এ গান, কখনো সে গান, বিশেষ করে জহির রায়হানের সেই বিখ্যাত গানটি-

> "আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে
> শাখে শাখে পাখি ডাকে
> কত শোভা চারিপাশে।"

শান্ত-সুবোধ মনটাতেও যেন আজ বাউলের উচ্ছ্বাস লেগেছে। আসলে দল বেঁধে ভ্রমণের মজাটাই এখানে। উচ্ছল আনন্দ আর রোমাঞ্চকর অনুভূতির মধ্যে প্রায় ১০ ঘন্টার ট্রেন জার্নিং যেন ক্লান্তিহীনভাবেই শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যে সাড়ে ৮টায় আমরা সিলেট রেল ষ্টেশনে পৌঁছালাম। সেখানে আগে থেকেই আমাদের জন্য ২টি বাস রিজার্ভ করা ছিল। ঐদিন হোটেলে

উঠা ছাড়া আর তেমন কোথাও ঘুরার সুযোগ হয়নি। রুম মেট হিসেবে পেলাম জবরদস্ত ট্যুরিস্ট ইব্রাহীম ভাইকে।

তিনদিন ব্যাপী শিক্ষা সফরে দ্বিতীয় দিনের স্পটগুলো ছিল চা বাগান, ওসমানি বিমান বন্দর ও প্রকৃতির অপার বিস্ময় মাধব কুণ্ডের জলপ্রপাত। সিলেট শহর থেকে মাধবকুণ্ডের দূরত্ব প্রায় ৮৫ কি.মি.। আমরা মাধবকুন্ড জলপ্রপাতে পৌঁছি বেলা ১টায়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত। সুউচ্চ পাথুরে পাহাড়ের প্রায় ২০০ ফুট উঁচু চুড়ার অদৃশ্য উৎস থেকে একটি পানির ধারা সেখানে সারাবছরই জলপ্রপাত আকারে বইতে থাকে। ধারণা করা হয় এর বয়স ৫০০ বছরেরও বেশী। কল্পনার চোখে তাকালে মনে হয় যেন পাহাড়টি কারো সাথে অভিমান করে বেদনার অশ্রু শত শত বছর ধরে নিঃসরণ করে আসছে। পাহাড়ের শুকনো চূড়া থেকে অনবরত পানি পতনের এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে কুরআনের সেই বাণীটি সেদিন মানসপটে বারবার ভেসে উঠছিল। "পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে।" -সুরা বাকারা

প্রকৃতির এ বিরল সৌন্দর্য উপভোগ করে রাতে আবার আমরা হোটেলে ফিরে এসেছি। তৃতীয় দিনে আমাদের মূল পর্যটন স্পট ছিল পাথরের জন্মভূমি জাফলং। সিলেট শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। যাওয়ার পথে ছিল শাবি ক্যাম্পাস। গাড়ীতে বসেই আমরা পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখলাম। তারপর যথারীতি জাফলং এর উদ্দেশ্যে...। হিমালয় পর্বতশ্রেনীর কোল ঘেঁষে বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তে জাফলং-এর অবস্থান। যাওয়ার পথে বিশাল বিশাল পাথরের সারি যে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। প্রথমে পর্বতগুলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অমিত সম্ভাবনার উৎস মনে করে পুলকিত হলেও পরক্ষণে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম এসব পর্বত ভারত সীমান্তে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় মুসলিমবিদ্বেষী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে পর্বতগুলো ভারতকে দিয়ে দেয়।

বেলা ১১টায় আমরা জাফলং পৌঁছলাম। জাফলং তখন পাথর উত্তোলনরত হাজারো শ্রমিক এবং অসংখ্য পর্যটকের পদভারে মুখরিত। স্যারদের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা যার যার মত গ্রুপ করে বেরিয়ে পড়লাম। ছোট্ট একটি প্রবহমান নদীকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে পাথর আর পাথর। আল্লাহর কি অফুরন্ত দান! সারাবছরই সেখান থেকে পাথর উত্তোলন করা হয়। স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য মতে, যুগ যুগ ধরে এভাবেই পাথর উত্তোলিত হচ্ছে। আজ যা উত্তোলন করা হলো, নীচ থেকে পাথর এসে আগামীকাল তা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ছোটবড় সব ধরনের পাথর সেখানে পাওয়া যায়। আবার ছোট পাথর ধীরে ধীরে বড় হয়। পাথরে যে প্রাণের অস্তিত্বের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, জাফলং-এর পাথরখনি তার জীবন্ত প্রমাণ।

চারদিকে ঘুরেফিরে বেলা দেড়টায় আমরা স্থানীয় "গ্রামবাংলা রেষ্টুরেন্ট" এ একত্রিত হলাম। খাওয়া-দাওয়া ও নামাজ শেষে এবার ফিরবার পালা। হাতে সময় কম থাকা সত্ত্বেও আসার পথে আমরা বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম উৎস হরিপুর গ্যাসফিল্ডে নামলাম। সেখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। ফিল্ডের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে অনবরত গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগুন নিক্ষেপ করলে যেখানে-সেখানে গ্যাস জ্বলে উঠে। কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়াটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। হরিপুর থেকে সরাসরি হোটেলে এসেই আমাদেরকে ব্যাগ-লাগেজ নিয়ে চট্টগ্রাম ফেরার প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। রাত ৮টায় ট্রেন ছাড়ার পর সারারাত ট্রেনেই কেটেছে।

আধোঘুমে রাত কাটিয়ে আমরা যখন চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশন পৌঁছলাম ঘড়ির কাঁটা তখন ৮টা ছুঁই ছুঁই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল ৩দিন ব্যাপী মিলনমেলার সরব কোলাহল। এ সফরের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও স্যারদের মাঝে যে নতুন ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধন বাসা বেঁধেছিল বিদায়ের সময় তা গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে। নানাবিধ অভিজ্ঞতা, আনন্দ উচ্ছ্বাস আর ভালোবাসায় ভরা আমাদের এ শিক্ষাসফর চলার পথে অনেকদিন প্রেরণা যোগাবে।

---

*লেখক-**নাজমুল হুদা সোহেল**, অনার্স ৭ম সেমিষ্টার, দাওয়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

أريج من تاريخ الفاتحين المسلمين

الشيخ/ أحمد فوزى إبراهيم *

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ٠

وبعد : فلقد من الله على وعلي أسرتي بطيب الإقامة في بنغلاديش لمدة ثماني سنوات متصلة، تكونت خلالها خبرات واسعة وصدقات حميدة، وألفة ومحبة ومودة مع طلاب الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ ومع الشعب البنغالي المحب للإسلام بصفة عامة ٠

وكانت لى صولات وجولات في أنحاء بنغلاديش في سبيل الدعوة إلى الله، وقد توجت هذه الزيارات بزيارة مدينة سلهت التاريخية، التى شممت فيها عبق التاريخ الإسلامى ، وتذكرت فيها شمائل الفاتحين العرب الذين كتبوا تاريخ المسلمين في هذه البلاد بدمائهم الزكية، وبحسن معاملتهم وأخلاقهم الندية ٠ فخلدت أسماؤهم في الدنيا، وما لهم عند الله فهو أعظم ٠

وأكرمنى الله خلال الزيارة بشئ أثلج صدرى وأعاد الىّ عنفوان شبابى، وأجرى الأمل في عروقى بعد أن جفت منابعه بسبب ماحاق بالأمة الإسلامية من ظروف طارئة سيئة ، وهذ الشئ هو رؤية السيف البتار ذى الحدين للمجاهد الرباني حضرة شاه جلال رحمة الله عليه ، ولقد انتابتنى قشعريرة إجلال وإعظام من رؤية السيف، وتذكرت كم أطاح هذا السيف برقاب الظلم والطغيان ٠

كانت رحلة بمثابة رابطة أخوية جمعت قلوب الأسر والأطفال برباط الحب في الله الذى نحن في أمس الحاجة إليه، وعلمتنا بعضاً من الإيثار الذى كاد أن يضيع بين المسلمين في زمن كثرت فيه الأنانينة والمادية وتفسخت فيه أو اصر المحبة حتى بين الأقارب وذوى الأرحام ٠ قال ﷺ " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه"

اللهم ارزقنا المحبة للمسلمين وللإنسانية جمعاء ٠

---

* مبعوث الأزهر الشريف ٠

نداء تناديني بالبشرى

محمد عمران الحق*

كنت أغط في النوم والكسل، وأحاطني اليأس والمأساة، أسلك الطريق حائرا ومتخبطا، فإذا بي أسمع يوما نداء تناديني بالبشرى .. تقول : يا رجائي ! استيقظ وارم عنك الكسل واليأس ، فأمامك مستقبل باسم ، وآمال مشرقة، وأهداف سامية، وأغراض نبيلة، فسر على الدرب المستقيم .

استيقظت ولاحظت الجهات، لمن هذا النداء المفرح؟ فأجابني قائلا : أنا فكر واسع، نشاط مؤثر، تحدي خطير، رصيف متحد من أجيال مؤمنة . وطلاب بررة، أنا كلية الشريعة من الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، اسسني مجموعة من العقلاء والحكماء والنجباء والعلماء الربانيين والرجال المخلصين يبذل قصارى جهودهم المتواصلة ليلا ونهارا، على مبدأ التوسط والاعتدال، لتكوين جيل مسلح بالعلم الرباني، والأدب الإيماني ، صحيح العقيدة، واسع الأفكار ، رحب النفوس ، بارع في اللغات والآداب والثقافة، متعاون على البر والتقوى، سائر نحو التقدم والازدهار، شعاره الدائم " الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع" ويعتقد بأن العلوم الإسلامية علوم حية نامية، وأن مناهج الدراسة تحتاج إلى الإصلاح والتجدد في كل عصر ومصر بحسب تطورات العصر، وحاجات المسلمين وأحوالهم .

فتقبلته وفرحت بلقائه ، ورحبت بندائه، ودخلت في أكنافه، وغادرت بحر اليأس إلى شاطئ رجائه، وبدأت أنشطته المرسومة بالاستقامة والمثابرة، حتى مضت أربع سنوات .

لقد أعطيتني كثيرا يا أيتها الجامعة ! فأنت أغلى هدية مسلم للمسلم، أنت تناد الأجيال الصاعدة صباحا ومساء " تعالوا وتسلحوا بالأدب والثقافة، وتزودوا بعلوم القرآن والسنة والعمل بها، وأعدوا أنفسكم أتم إعداد لمواجهة تحديات أهل الباطل ومحاربتها، وضحوا بنفسكم ونفيسكم في سبيل إصلاح ، وإعلاء المجتمع، وإعلاء كلمة الحق في أنحاء العالم، وتقولين لطلاب المسلمين أناديكم بالمحبة والحنو، وأستقبلكم بالابتسام والابتهاج .

* إعداد : طالب الماجستير في قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية ، الفصل الأول .

انطباعات سيدة مصرية

السيدة / مايسة العزب مطر*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين

وبعد : فلقد كرّم الإسلام المرأة أماً وأختا وزوجة وبنتا، وجعلها نصف المجتمع وأعطى لها حقوقا رفعتها إلى درجة لاترقى إليها المرأة في العصر الحاضر .

وكان دور المرأة في الإسلام عظيم فبايعت رسول الله ﷺ كما بايعه الرجال، وجاهدت في سبيل الله بالسيف . وتعلمت القرآن والسنة وعلمتهما لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم . وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة وكذلك إلى المدينة المنورة . ومن هذا المنطلق ساحت المرأة المسلمة في الأرض تنظر وتتفكر في آيات الله ، وتتعلم الخير ملتزمة في ذلك بعفافها وحشمتها ووقارها وشرفها، تسهم بدور بارز وعظيم في رقى مجتمعها ونهضة أمتها، ضاربة في ذلك أروع الأمثلة للمرأة المثالية إلى كونتها تعاليم الإسلام وصقلت معدنها شريعته الغراء .

ولقد سمعت عن مدينة سلهت خيراً كثيراً، ولكن ما سمعته كان قليلا بجوار مارأيته من جمال فاتن يأخذ بتلابيب القلب الذى يرى أن الجمال فى صنع الله دليل وجود الله وعظمته .

رتعنا ومرحنا وانسابت نفوسنا في أحضان الطبيعة الخلابة، وعدنا إلى عهود الطفولة البريئة، قبل أن تكدرها يد المصالح والأهواء والمطامع .

كانت نفوسنا الشاعرية تهتز على أنغام أوتار الطبيعة الساحرة البريئة، كالطيور الجميلة التي تحلق في العلا . وشعرنا أننا في روضة غناء تبهج القلوب وتسعد النفوس ، وتزكوبا لأرواح إلى حيث لا يرقى ذلك الجسد الطيني ، نسينا الغابة الإنسانية التى نعيش فيها ويفترس فيها القوى أخاه الضعيف بمبرر أو بدون مبرور . قال رسول الله ﷺ " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

اللهم احفظ دولة بنجلاديش التى رزقنى الله فيها الذرية والراحة والطمأنينة وسعة العيش .

---

* إعداد : حرم الشيخ / أحمد فوزي إبراهيم .

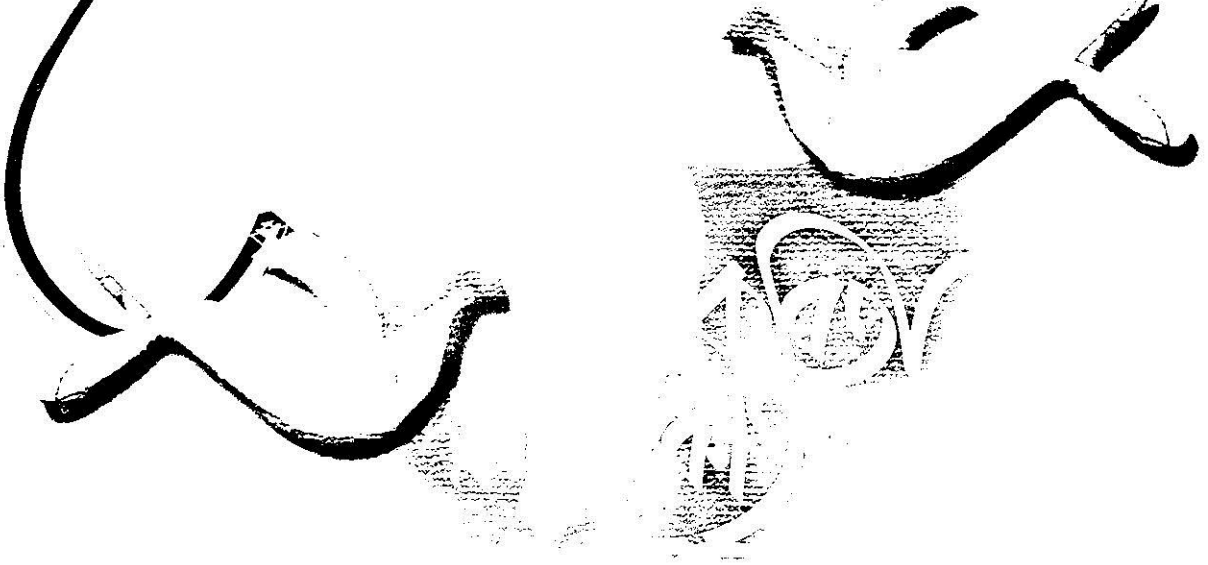

সিলেটের বুকে

শিক্ষা সফরে আমার অনুভূতি

দরজা

বাংলা ভাষা

কৌতুক-১

কৌতুক-২

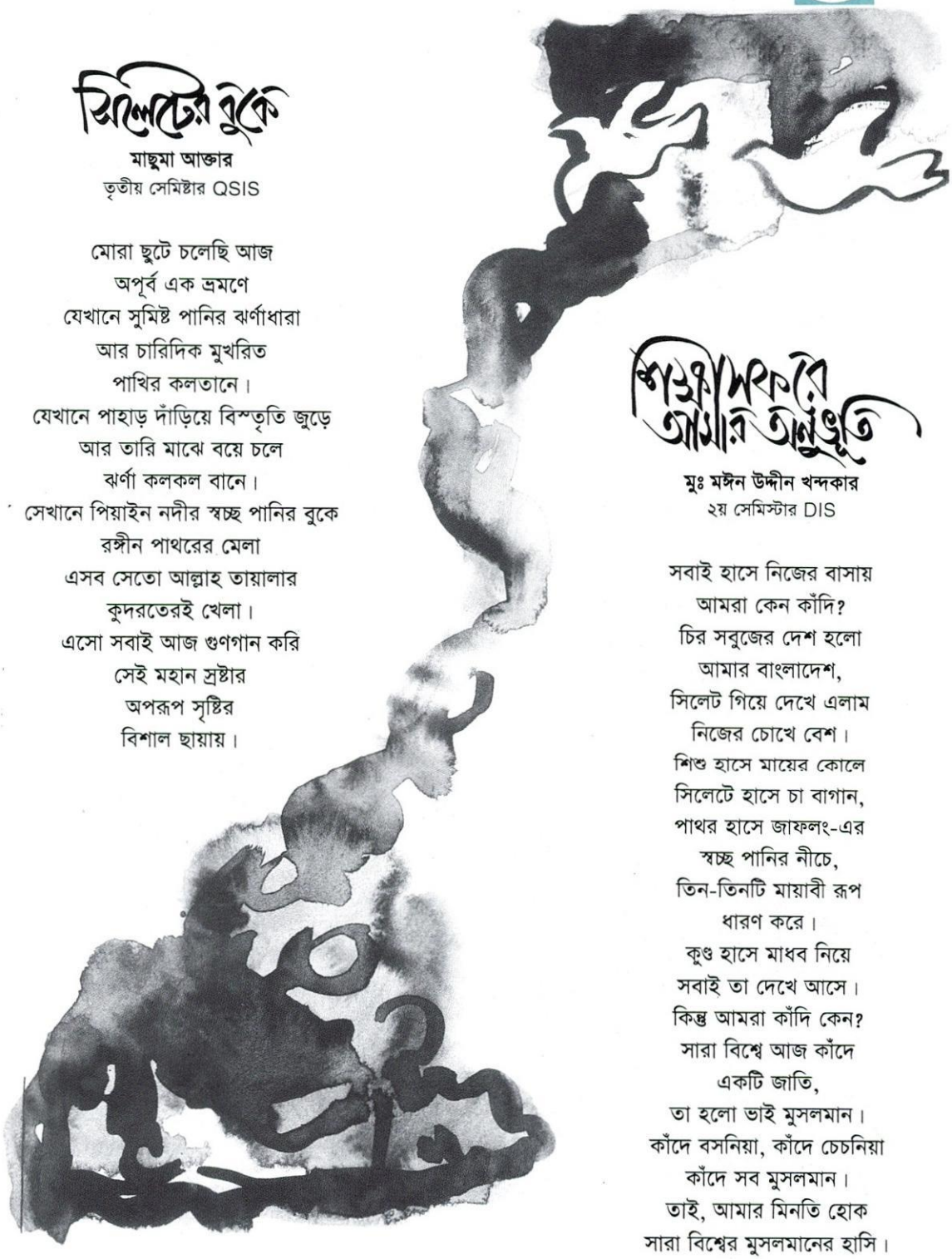

সিলেটের বুকে

মাছুমা আক্তার
তৃতীয় সেমিষ্টার QSIS

মোরা ছুটে চলেছি আজ
অপূর্ব এক ভ্রমণে
যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা
আর চারিদিক মুখরিত
পাখির কলতানে।
যেখানে পাহাড় দাঁড়িয়ে বিস্তৃতি জুড়ে
আর তারি মাঝে বয়ে চলে
ঝর্ণা কলকল বানে।
সেখানে পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ পানির বুকে
রঙ্গীন পাথরের মেলা
এসব সেতো আল্লাহ তায়ালার
কুদরতেরই খেলা।
এসো সবাই আজ গুণগান করি
সেই মহান স্রষ্টার
অপরূপ সৃষ্টির
বিশাল ছায়ায়।

শিক্ষা সফরে আমার অনুভূতি

মুঃ মঈন উদ্দীন খন্দকার
২য় সেমিস্টার DIS

সবাই হাসে নিজের বাসায়
আমরা কেন কাঁদি?
চির সবুজের দেশ হলো
আমার বাংলাদেশ,
সিলেট গিয়ে দেখে এলাম
নিজের চোখে বেশ।
শিশু হাসে মায়ের কোলে
সিলেটে হাসে চা বাগান,
পাথর হাসে জাফলং-এর
স্বচ্ছ পানির নীচে,
তিন-তিনটি মায়াবী রূপ
ধারণ করে।
কুণ্ড হাসে মাধব নিয়ে
সবাই তা দেখে আসে।
কিন্তু আমরা কাঁদি কেন?
সারা বিশ্বে আজ কাঁদে
একটি জাতি,
তা হলো ভাই মুসলমান।
কাঁদে বসনিয়া, কাঁদে চেচনিয়া
কাঁদে সব মুসলমান।
তাই, আমার মিনতি হোক
সারা বিশ্বের মুসলমানের হাসি।

দরজা

মুহাম্মদ তোফাইল সাদেক
৫ম সেমিষ্টার QSIS

আলো অন্ধকার জীবনে সৃষ্টি করে
জীবনের এপাশ এবং ওপাশের মাঝে একটি দরজার
দরজার ওপাশটাকে
বড় অন্ধকার মনে হয়, কিন্তু
এপাশে যখন যেদিকে
ছুটে যাবার ভয় নেই।
শুধু বড় ভয় হয়
ওপাশের শূন্যতাকে
চেনার কোন উপায় নেই
ওপাশ কেবলই অপরিচিত।
তবুও ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে হয়
এপাশের কলকাকলিতে যেই আসে
চলে যেতে হবে সবকিছু ছেড়ে
যে কোন ক্ষণে দরজার ওপাশে।

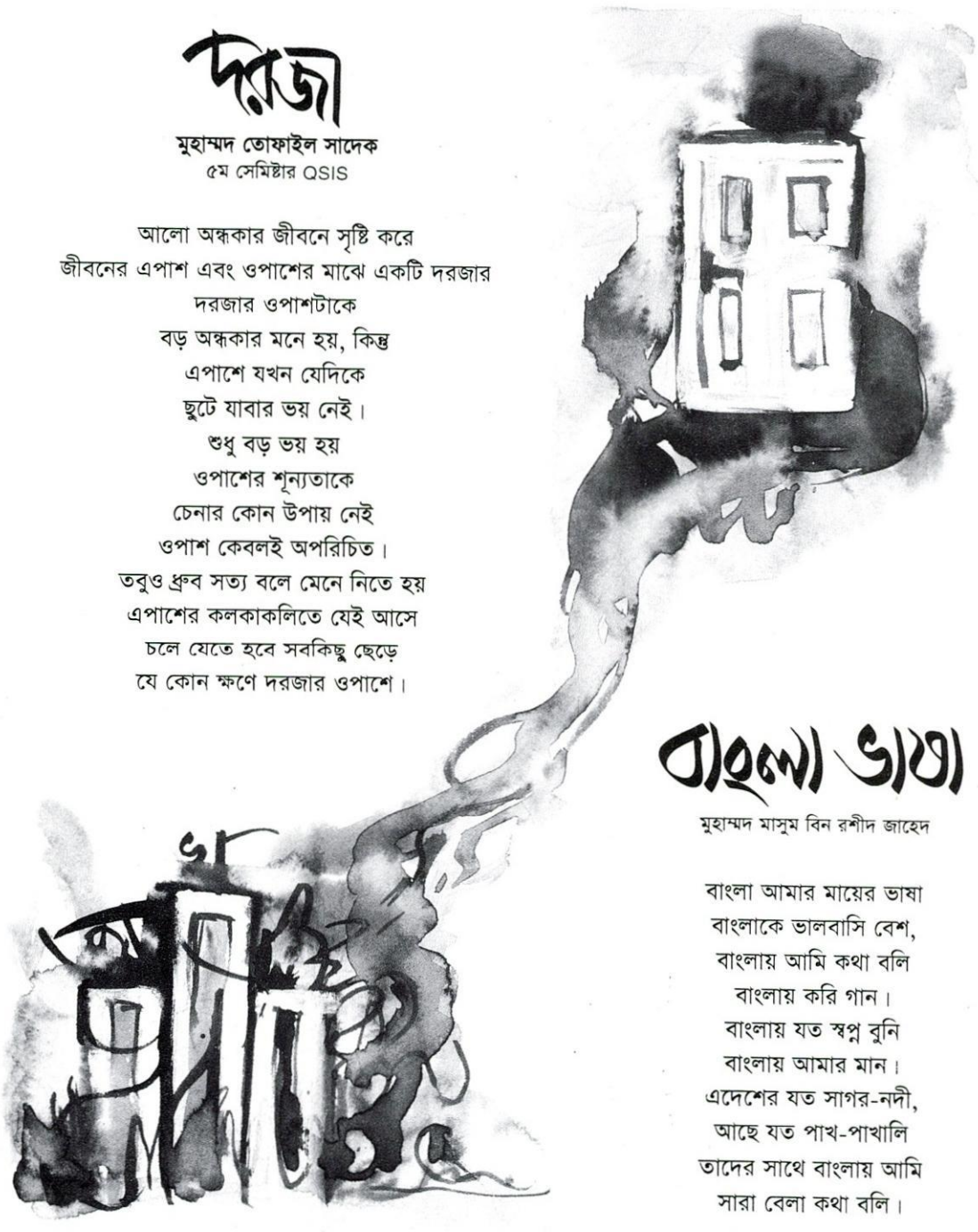

বাংলা ভাষা

মুহাম্মদ মাসুম বিন রশীদ জাহেদ

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলাকে ভালবাসি বেশ,
বাংলায় আমি কথা বলি
বাংলায় করি গান।
বাংলায় যত স্বপ্ন বুনি
বাংলায় আমার মান।
এদেশের যত সাগর-নদী,
আছে যত পাখ-পাখালি
তাদের সাথে বাংলায় আমি
সারা বেলা কথা বলি।

কৌতুক

১

এক বোকা লোক তার শ্বশুরকে দেখতে যাবে স্ত্রী তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে কি বলতে হবে। স্ত্রী বলল: আব্বাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, কেমন আছেন, কোন ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে কোথায় যাবেন। সব প্রশ্নের যে উত্তর দিবে তুমি সবই ভাল বলবে। বোকা লোক শ্বশুর বাড়ী গিয়ে স্ত্রী তাকে যা শিখিয়ে দিয়েছে সে সেভাবে বলেছে।

জামাই শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করছে,
আব্বাজান কেমন আছেন?
শ্বশুর: যায় যায় অবস্থা।
জামাই: শুনে খুশি হলাম,
তবে কোন ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন?
শ্বশুর: আজরাইল।
জামাই: খুব ভাল ডাক্তার, সুস্থ হয়ে কোথায় যাবেন?
শ্বশুর: কবরস্থানে।
জামাই: এটা খুব ভাল জায়গা।

২

একদিন এক শৃগাল গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেল গাছের উপরে একটি মোরগ বসে আছে।
শৃগাল: নিচে নেমে এসো ভাই, আমরা এক সঙ্গে জামাতে নামায পড়ব।
মোরগ: নিশ্চয় ইমাম সাহেব গাছের নিচে ঘুমাচ্ছেন।
শৃগাল: গাছের নিচে তাকিয়ে দেখে একটি কুকুর।
শৃগাল পালাতে শুরু করল
মোরগ: পালাচ্ছো কেন ভাই
শৃগাল: আমার ওযু ভেঙ্গে গেছে।

সংগ্রহে-**মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম**, ১ম সেমিষ্টার DIS

৩

এক মহিলা সিনেমা হলের ম্যানেজারকে ফোন করছে,
হ্যালো: এখন সিনেমায় কোন বই চলছে?
সিনেমার ম্যানেজার: আই লাভ ইউ
মহিলা: বেয়াদব।
ম্যানেজার: ওটা গত সপ্তাহে চলে গেছে
মহিলা: ইডিয়েট।
ম্যনেজার: এটা আগামী সপ্তাহে চলবে।

সংগ্রহে-**মোহাম্মদ আবুল কাশেম**, পিয়ন স্থায়ী ক্যাম্পাস।

শরীয়াহ্ অনুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জ্ঞানার্জন করা ফরজ। কিন্তু কোন ধরনের জ্ঞানার্জন করা ফরজ? যে জ্ঞান অর্জন করাকে ইসলাম ফরজ করেছে, তা হল–এজীবন ও জগতের রহস্য উদঘাটন ও পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব ও মর্যাদাগত অবস্থান, তার শেষ গন্তব্য এবং সেখানে সাফল্যার্জনের পন্থাবলী বিস্তারিত অবগত হওয়া। আর এসব কিছু মানুষের আবিষ্কৃত বৈষয়িক কোন জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য মানুষ অপরিহার্য ভাবে কোর'আন ও সুন্নাহর প্রতি ধাবিত হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শরীয়াহ্ অনুষদ এ মহান লক্ষ্য সামনে নিয়েই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ অনুষদের অধীনে বর্তমানে দু'টি বিভাগ চালু রয়েছে।

ক. কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

খ. দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ।

নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বিভাগদ্বয়ের পরিচিতি পেশ করা হল:

ক. কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একদল কোর'আন বিশেষজ্ঞ দল তৈরী করা।

২) প্রাচ্যবিদ (Orientalist) ও সংশয়বাদীদের ইসলাম বিষয়ক অপপ্রচার অপনোদনের জন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৩) বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে কোর'আনের অমিয়বাণী প্রচারের জন্য উদ্ভাবিত আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দান করা।

৪) বিজ্ঞানের দিক নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতের আলোকে জ্ঞানের ইসলামীকরণের জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।

৫) আল-কোর'আনের অলৌকিকতা প্রমাণের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

৬) ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান সমৃদ্ধ দক্ষ ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা।

বৈশিষ্ট্য

১) ইসলামী ও সাধারণ জ্ঞানের সুন্দর সমন্বয়।

২) বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাসের আলোকে প্রণীত যুগোপযোগী সিলেবাস।

৩) ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

৪) ফ্যাকাল্টীর নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ।

৫) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সোসাইটির মাধ্যমে মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ।

৬) রাজনৈতিক কোলাহল মুক্ত ক্যাম্পাস।

৭) আরবী ভাষার মাধ্যমে আরবী পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ।

৮) আরবীতে দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আধুনিক পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের সুব্যবস্থা।

৯) মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার্থে বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ।

১০) আধুনিক ও উন্নত মানের শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান।

ডিগ্রী সমূহ

অত্র বিভাগে বর্তমানে ৪ বছরের বি.এ. (অনার্স) ডিগ্রীর পাশাপাশি মাস্টার্স ডিগ্রি চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম খোলা হবে।

সিলেবাস

বিভাগীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রয়াসে একটি যুগোপযোগী সমৃদ্ধ সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। এতে বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের সিলেবাসের নির্যাস প্রতিফলিত হয়েছে।
সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল :

১) আল-কোর'আনের অলৌকিকতা
২) কোর'আনিক বিজ্ঞান।
৩) বিষয়ভিত্তিক তাফসীর।
৪) কোর'আনিক আইন।
৫) তুলনামূলক তাফসীর।
৬) আল-কোর'আন ও আধুনিক বিজ্ঞান।
৭) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব।
৮) বর্তমান মুসলিম বিশ্ব।
৯) কোর'আনের আয়নায় বিম্বিত নবীদের দাওয়াতী কার্যক্রম।
১০) আল-কোর'আন ও প্রাচ্য বিশারদগণ।
১১) ইসলামী অর্থনীতি।
১২) কম্পিউটার কোর্স।
১৩) আল-কোর'আনের আধুনিক তাফসীর।

ভর্তির যোগ্যতা

বি.এ অনার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কমপক্ষে ২য় শ্রেণীতে আলিম পাশ হতে হবে এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪ বছরের বি.এ অনার্স বা সম-মানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষা বিরতি এবং কামিল পরীক্ষার পরও অনার্সে ভর্তির সুযোগ আছে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাথে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সে আলোকে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ছাত্র/ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

স্কলারশীপ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টীর কোর্স ফি, বেতন ও অন্যান্য খরচাদি অত্যন্ত কম। এরপরও নিম্ন বর্ণিত আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে:

১) বোর্ড স্ট্যান্ড ১ম-১০ম স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্মানজনক মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা।
২) গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা।
৩) হাফেজে কুর'আন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাসিক বৃত্তি প্রদান।
৪) বিভাগের সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষায় জি.পি.এ ৩.৫০ - ৪.০০ রেজাল্টপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

খ. দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

রিসালাতের একমাত্র মিশন হচ্ছে দাওয়াত। দাওয়াতী কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

﴿ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (سورة الأحزاب ، الآية ٤٥-٤٦)

অর্থাৎ - হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।

নবুয়তের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রিসালাতের এ মহান দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম এ মহান দায়িত্ব পালন করে ইসলামকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ দাওয়াত ছাড়া একটি সমৃদ্ধ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। ইসলামের সঠিক জ্ঞান, যথাযথ উপস্থাপন এবং বাতিল মতবাদের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ ও খণ্ডন ছাড়া দাওয়াতের কাজ সফল হতে পারে না। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামের সঠিক ধারণা ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কোর'আন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্বময় ইসলামের সুমহান বাণী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শরীয়াহ অনুষদের অধীনে দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ নামে এ বিভাগটি চালু করা হয়েছে। এ বিভাগে ইসলামের মৌলিক চিন্তাচেতনা, ইসলামবিরোধী বিভিন্ন দল উপদলের বিশ্লেষণ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা সহ বর্তমান বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কলা-কৌশলের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

বিভাগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল:

* বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাস ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ।
* বিদেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতাপূর্ণ তত্ত্বাবধান।
* রাজনৈতিক কলহ ও সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস।
* আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ও বাধ্যতামূলক ভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা।
* আরবী ভাষায় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে স্বল্প সময়ে আরবীতে পারদর্শিতা অর্জনের ব্যবস্থা।
* ফ্যাকাল্টীর নিজস্ব ল্যাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ।
* ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন।
* বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ।
* বিভাগীয় ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ দাওয়াহ ক্যাম্পের ব্যবস্থাকরণ।
* ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের জন্য জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা।
* সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় পাঠাগারের ব্যবস্থা এবং ডিপার্টমেন্টে ডিজিটাল লাইব্রেরীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

শরীয়াহ্ অনুষদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

ক. কোর'আনিক সায়েন্সেস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ	প্রফেসর ও ডীন	এম.এম.বি.এ অনার্স, এম.এ. (ঢা.বি), এম.এ (খারতুম), পি.এইচ.ডি (ইউ, কে, এম)
ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ	বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক	এম.এম. বি.এ. অনার্স ১ম শ্রেণীতে ১ম, এম.এ., পি.এইচ.ডি. (আই.আই. ইউ.এম.)
মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন তালুকদার	সহকারী অধ্যাপক	এম.এম.এম.এ (১ম শ্রেণীতে ১ম), চ.বি, TASL (রিয়াদ)
ড. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন	সহকারী অধ্যাপক	এম.এম. বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (আই.আই.ইউ.এম) পি.এইচ.ডি (ইউ.কে.এম)
কাজী দ্বীন মোহাম্মদ	সহকারী অধ্যাপক	বি.এ. অনার্স (মক্কা) এম.এ. (১ম শ্রেণী) (ডি.আই.ইউ)
মোহাম্মদ শাফী উদ্দীন মাদানী	সহকারী অধ্যাপক	বি.এ. অনার্স (মদীনা), এম. এ (১ম শ্রেণী) (ডি.আই.ইউ)
এম. শাকের আলম শওক	সহকারী অধ্যাপক	অনার্স (১ম শ্রেণী ১ম) ও হায়ার ডিপ্লোমা (আরবী)(১ম শ্রেণী ১ম) (লিবিয়া),এম.এ (১ম শ্রেণী) ডিপ্লোমা (ইংরেজী) (আই.আই.ইউ. সি)
মোহাম্মদ রশীদ জাহেদ	সহকারী অধ্যাপক	অনার্স ১ম শ্রেণী (লিবিয়) এম.এ (১ম শ্রেণীতে ২য়) ও এম. ফিল, (ঢা. বি.)
আবুল কালাম আজাদ	প্রভাষক (শিক্ষাছুটি)	অনার্স (মদীনা), এম. এইচ. সি. ১ম শ্রেণীতে ১ম (মালয়েশিয়া)
মোহাম্মদ মোস্তাফা কামিল	প্রভাষক	অনার্স ১ম শ্রেণী (মদিনা), এম. এ. ১ম শ্রেণী, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, (রিয়াদ)
মুহাম্মদ আলী হোসাইন	প্রভাষক	এম.এম. ১ম শ্রেণী, বি.এ. অনার্স ১ম শ্রেণীতে ১ম গোল্ড মেডেল, এম. এ. ১ম শ্রেণীতে ১ম গোল্ড মেডেল (আই.আই.ইউ. সি)
মুহাম্মদ শফিকুর রহমান	প্রভাষক	বি.এ (অনার্স) আল-আজহার, এম.এ (আই.আই.ইউ.এম)
মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন	প্রভাষক	বি.এ (অনার্স) এম.এ. এমফিল আল-আজহার, বিশ্ববিদ্যালয়
শায়খ আহমদ ফউজী ইব্রাহীম	প্রভাষক	বি.এ. (অনার্স) আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।

খ. দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
ড. আবদুল্লাহ ফারুক	সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান	ফাদীলাহ (লক্ষ্ণৌ) এম.এ.১ম শ্রেণী, এমফিল, পিএইচডি, (আলীগড়)
অধ্যাপক ড. খালেদ হাসান হিন্দাওয়ী	ভিজিটিং প্রফেসর	এম.এ, পি.এইচ.ডি (সুদান)
আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন নদভী	সহযোগী অধ্যাপক	ফাদিলাহ (লক্ষ্ণৌ), এম.এ. (ঢাকা)
ড. মুহাম্মদ মোছলেহ্ উদ্দীন	সহকারী অধ্যাপক	এম.এম. বি.এ অনার্স, এম. এ(রিয়াদ) পিএইচডি, (আলীগড়)
মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম আজাদী	প্রভাষক (শিক্ষাছুটি)	এম.এম, বিএ অনার্স (মদীনা) এম.এ (আই আই ইউ এম)
মুহাম্মদ আবদুর রহমান	প্রভাষক (শিক্ষাছুটি)	এম.এম বি.এ অনার্স (মদীনা) এম.এ (ঢাকা)
মুহাম্মদ শাহ্ জালাল	প্রভাষক	এম.এম.১ম শ্রেণীতে ১ম, বি.এ অনার্স (মদীনা) এম. এ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্বর্ণ পদক (ডি. আই. ইউ)
ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ	প্রভাষক	এম.এম. বি.এ. অনার্স, এম.এ, পি.এইচ.ডি (রিয়াদ)
মুহাম্মদ আবুল কালাম	প্রভাষক	এম.এম (১ম শ্রেণীতে ৫ম), বি.এ (অনার্স) ১ম শ্রেণীতে ১ম) স্বর্ণ পদক, এম.এ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্বর্ণ পদক (আই.আই.ইউ.সি)

- শরীয়াহ্ অনুষদের শিক্ষক মণ্ডলী
- শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক মণ্ডলী
- শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রবৃন্দ
- শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীবৃন্দ
- শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী পারিবারিক সদস্যবৃন্দ
- শিক্ষাসফরের খণ্ড চিত্র
- ফেলে আসা দিনগুলো

শরীয়াহ্ অনুষদের শিক্ষক মণ্ডলী

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক
ডীন, শরীয়াহ্ অনুষদ

QSIS বিভাগ

ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ
বিভাগীয় প্রধান-QSIS

মোঃ গিয়াস উদ্দীন তালুকদার
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

ড. মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

মোহাম্মদ শফি উদ্দীন মাদানী
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

DIS বিভাগ

ড. আবদুল্লাহ ফারুক
বিভাগীয় প্রধান-DIS

আবু রেজা মুঃ নিজামুদ্দীন নদভী
সহযোগী অধ্যাপক-DIS

ড. মুহাম্মদ মোছলেহ্ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক-DIS

আবদুস সালাম আজাদী
প্রভাষক-DIS

মোহাম্মদ শাহ্জালাল
প্রভাষক-DIS

QSIS বিভাগ

এম শাকের আলম শওক
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

মোহাম্মদ রশীদ জাহেদ
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

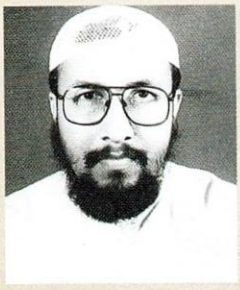

আবুল কালাম আজাদ
প্রভাষক-QSIS

মোহাম্মদ মোস্তফা কামিল
প্রভাষক-QSIS

আহমদ ফউজী ইব্রাহীম
বিদেশী শিক্ষক-QSIS

মোহাম্মদ আলী হোসাইন
প্রভাষক-QSIS

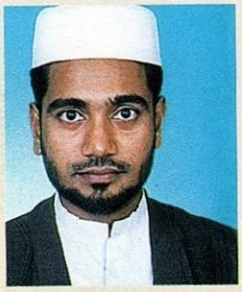

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
প্রভাষক-QSIS

মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন
প্রভাষক-QSIS

DIS বিভাগ

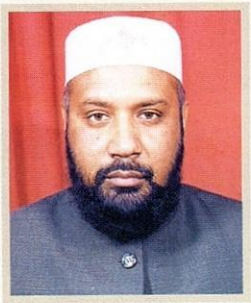

ড. আবদুস সামাদ
প্রভাষক-DIS

মোহাম্মদ আবুল কালাম
প্রভাষক-DIS

অনুষদের কর্মচারীবৃন্দ

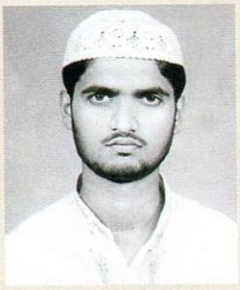

মোহাম্মদ আবদুল বারি
অফিস সহকারী

মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
পিয়ন-QSIS

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
পিয়ন-DIS

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ

ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ
বিভাগীয় প্রধান-QSIS

মোহাম্মদ শফি উদ্দীন মাদানী
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

এম শাকের আলম শওক
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

মোহাম্মদ রশীদ জাহেদ
সহকারী অধ্যাপক-QSIS

মোহাম্মদ মোস্তফা কামিল
প্রভাষক-QSIS

আহমদ ফউজী ইব্রাহীম
প্রভাষক-QSIS

মোহাম্মদ আলী হোসাইন
প্রভাষক-QSIS

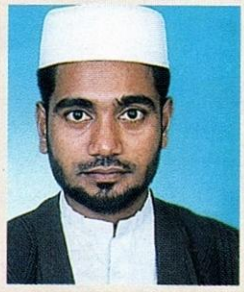

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
প্রভাষক-QSIS

মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন
প্রভাষক-QSIS

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রবৃন্দ

মোহাম্মদ আবুল কালাম
মাষ্টার্স সমাপনি বর্ষ, QSIS

ফজলুল কাদের জাবেদ
মেট্রিক নং-W043002

এ.এস.এম.সিরাজুল ইসলাম
এম.এ ১ম বর্ষ **DIS**

নোমান হাসান
MQSIS

মোহাম্মদ ইমরানুল হক
MQSIS

নাজমুল হুদা সোহেল
DIS 8th Semester

মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দীন
মেট্রিক নং-Q021012

মোহাম্মদ মু'তাসিম বিল্লাহ
মেট্রিক নং-Q011002

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
মেট্রিক নং-Q023024

নাজির আহমদ
মেট্রিক নং-D023004

মোহাম্মদ শাহজাহান
মেট্রিক নং-Q023007

হাবিবুল্লাহ
QSIS 5th Semeste

মোঃ তোফায়েল সাদেক
মেট্রিক নং-Q013030

মোঃ ইমাম হোসাইন জুয়েল
মেট্রিক নং-Q031002

মোহাম্মদ আবদুল লতিফ
মেট্রিক নং-Q033017

মোহাম্মদ মশিউর রহমান
মেট্রিক নং-Q033010

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রবৃন্দ

এ.এস.এম.রেজাউল হক
মেট্রিক নং-Q033008

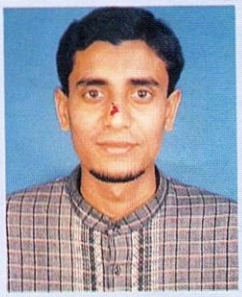

মঈন উদ্দীন খন্দকার
মেট্রিক নং-D041001

সৈয়দ আবু আহমদ
মেট্রিক নং-Q043015

আবদুর রউফ
মেট্রিক নং-D043009

শাহ্ মোঃ আমানত উল্লাহ
মেট্রিক নং-Q043007

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
মেট্রিক নং-D043007

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক
মেট্রিক নং-Q043010

সর্বমোট অংশ নিয়েছিলেন ৬৭ জন।
তাদের মধ্যে অনেক ছবি পাওয়া যায়নি।

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীবৃন্দ

মোহাম্মদ আবুল কাশেম
পিয়ন, স্থায়ী ক্যাম্পাস

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
পিয়ন, DIS. City Campush

শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীবৃন্দ

সাদিয়া তাবাচ্ছুম বাতুল
মেট্রিক নং-Q023057

ফারজানা মাহবুবা
মেট্রিক নং-Q023052

মাছুমা আক্তার
মেট্রিক নং-Q033045

জুবাইদা আক্তার
মেট্রিক নং-N033052

অংশগ্রহনকারী পারিবারিক সদস্যবৃন্দ

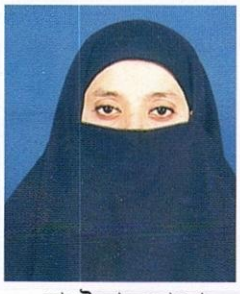

ডাঃ ইমরানুল মাওয়া
মিসেস হাফিজ

মায়েছা আল আজ্‌ব মাতার
মিসেস আহমদ ফৌজি

জুনাইদ মাহমুদ

সাকিব আল রাসিক

মুছান্না গালিব

ফজলুল্লাহ মোঃ মাসুম

আনাস আল রাহিক

আরিজ আহমদ ফৌজি

মোঃ ফরহান বিন রশিদ জাহিদ

ইবতেহাল আহমদ ফৌজি

সিরাজুম মুনিরা নুহা

শিক্ষা সফরের খণ্ড চিত্র

শিক্ষাসফরে যাওয়ার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায়।

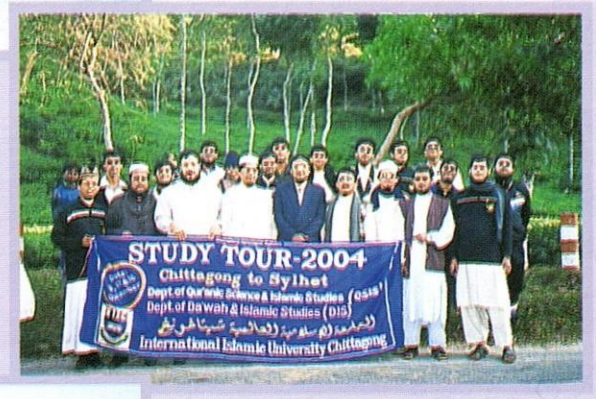

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট চা বাগানে নৈশর্গীক পরিবেশে অংশগ্রহণকারিদের একাংশ

সিলেট এম এ জি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের একাংশ।

সিলেট এম এ জি ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনে ছাত্রী ও পারিবারিক সদস্য বৃন্দ।

মাধব কুণ্ড ঝর্ণার পাশে পাথরের উপর বসে খাবার গ্রহণ।

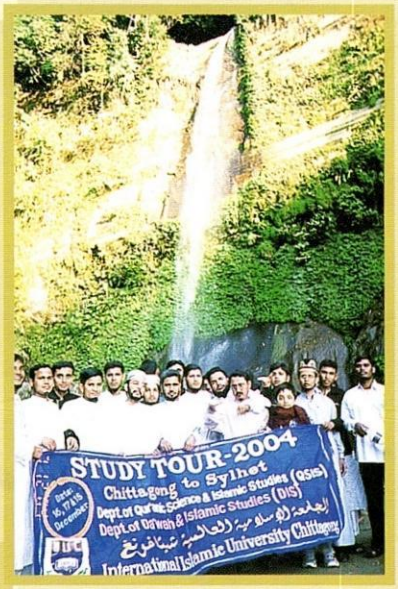

মাধব কুণ্ড ঝর্ণার পাশে অংশগ্রহণকারি ছাত্র শিক্ষকদের একাংশ

সিলেটের অত্যাধুনিক আল-হামরা শপিং সিটির হামাদান চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ডিনার পূর্ব আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ড. গিয়াস উদ্দীন হাফিজ

হরিপুরের গ্যাস কুপের পাশে সফরে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন

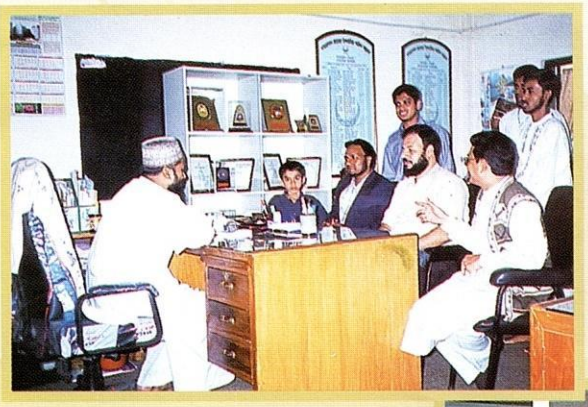

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শাহ্জালাল জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষের সাথে মত বিনিময় করছেন শিক্ষক মণ্ডলী।

শাহ্জালাল জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে ছাত্রী ও পারিবারিক সদস্যদের কয়েকজন।

জাফলং এর ভারতীয় 'ডাইকিং ব্রীজ' এর সামনে পিয়াইন নদীর পাদদেশে শিক্ষার্থীদের একাংশ।

তারাদিন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে ডিনার পূর্ব আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন শায়খ আহমদ ফৌজি ইব্রাহীম।

মাধবকুন্ডে আনন্দঘন মুহূর্তে আহার গ্রহণে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা

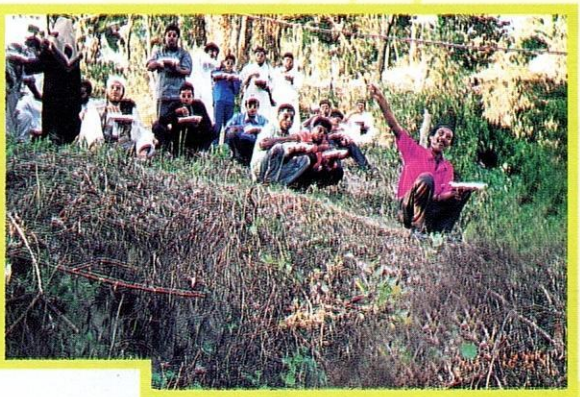

জাফলংয়ের পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ পানিতে ছাত্রী ও পারিবারিক সদস্যদের মধ্য থেকে কয়েক জন

হামাদান রেষ্টুরেন্টে ডিনার গ্রহণকারীদের একাংশ

সিলেটের চা বাগান পরিভ্রমনে শিক্ষক ও ছাত্রদের একাংশ

ফেলে আসা দিন গুলো

ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম-এর বিদায় অনুষ্ঠানে ছাত্রদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে, পাশে উপস্থিত মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবু বকর রফিক আহমদ ও তৎকালীন ফ্যাকাল্টির ডীন ড. আব্দুল মুন্‌ঈম আল বির্‌রী

দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক এস্টাডিজ বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আব্দুস সালাম আজাদী উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে ফ্যাকাল্টির ছাত্রদের পক্ষ থেকে আয়োজিত দোয়া ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠান।

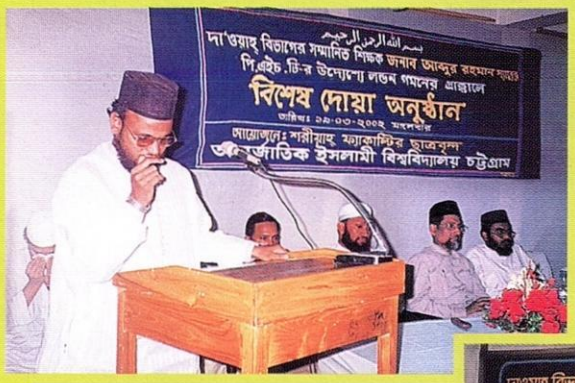

দাওয়াহ্ বিভাগের শিক্ষক আব্দুর রহমান- পি.এইচ.ডি-র উদ্দেশে লন্ডন গমনের প্রাক্কালে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে সকলের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

দাওয়াহ্ বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন হাফিজ-এর উচ্চ শিক্ষার্থে মালেশিয়া গমন উপলক্ষ্যে দোয়া অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করছেন মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবু বকর রফিক আহমদ।

NEW MADINA GROUP

The symbol of quality Restaurant

With the best compliments of

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

NEW MADINA RESTAURANT

নিউ মদিনা রেস্তোরাঁ

NEW MADINA RESTAURANT

For every thing
FRESH and GOOD

Nur Muhammad
Propritor

শাখা সমূহ

আন্দরকিল্লা ঃ ১৪০, আন্দরকিল্লা, (২য় তলা), চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩১৩৪৩

লুসাই হল ঃ ১৪০, আন্দরকিল্লা, (৩য় তলা), চট্টগ্রাম। (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা আছে)।

ষ্টেশন রোড ঃ নুপুর শপিং কমপ্লেক্স, ৮৬, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১১১২৩

আগ্রাবাদ ঃ সুলতান চেম্বার, ১৬৩, শেখ মুজিব রোড, বাদামতলি, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম। ফোন : ৭১৬৫৩৩

বারিক বিল্ডিং ঃ ছাবের সুপার মার্কেট (২য় তলা), ১৬১, স্ট্রান্ড রোড, গোসাইল ডাঙ্গা চট্টগ্রাম- ৪১০০, ফোন : ০১৮৯-৩১৪৪৩৮, ০১৮৯-৩১৪৫০৭

আমাদের সামগ্রীতে উপভোগ্য হয়ে উঠুক আপনার লাঞ্চ ও ডিনার পর্ব।

স্বাদে তৃপ্তিতে চমৎকার ডায়মন্ড স্পেশাল
লাচ্ছা সেমাই ও নুডলস্ প্রিয় সবার

হোছেন ফুড এন্ড কোং

২২৭/২৮, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬১২২০৩

ডায়মন্ড সুইটস্ এন্ড ফ্রেশ ফুড

১৪২, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬২৩৯৫৪।